সাবিত্রী

ও

উপাসনা তত্ত্ব

"যমদূতাঃ পলায়ন্তে সতীমালোক্য দূরতঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং সমুৎস্বজ্য চ তৎপতিম্" ॥

কাশীখণ্ডম্।

শ্রীরামদয়াল মজুমদার এম্, এ,
প্রণীত।

প্রথম ভাগ

(তৃতীয় সংস্করণ।)

কলিকাতা।
১৬২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, উৎসব অফিস হইতে—
শ্রীছত্রেশ্বর চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য ।৷০ আনা

উৎসর্গ।
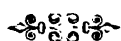
"সাবিত্রী" সাবিত্রী-চরণে পুষ্পাঞ্জলি।

দেবি! তোমার চরণ-ছায়া সর্ব্ব-নারী হৃদয়
স্পর্শ করিলে সাধকের অভিলাষ
পূর্ণ হয়—অলমতি বিস্তরেণ।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকারের একটু পরিচয় দেওয়া রীতিবিরুদ্ধ নহে, বরং ক্ষেত্রবিশেষে সমীচীন বলিয়া মনে হয়। আমাদের গ্রন্থকার লিখিয়াছেন বিস্তর, প্রকাশ করিয়াছেন অল্প। অনেক লেখক, শোভা পান ফুলে. আমাদের গ্রন্থকার ক্রমেই ফলে শোভা পাইতেছেন। তিনি যবনিকার অন্তরালে থাকিতেই অধিক ভাল বাসেন। গৃহকোণে নীরবে অনেক মাধুরী সংগ্রহ করিয়াছেন, বিলাইবার বড় পক্ষপাতী নহেন। যত কিছু লিখিয়াছেন, সকলই নিজের জন্য। বহু গ্রন্থ পড়িয়া—প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া—প্রাণে যখন যে সরসতা জাগিয়াছে,—যখন যে যে ভাব গলিয়া যে যে ছবি হইয়াছে,—প্রাণের আবেগে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া, হৃদয়ের জিনিষটিকে অন্তরে বাহিরে ভালবাসিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আমরা কিন্তু তাঁহার সঞ্চিত রত্নগুলি সাধারণে একটি একটি করিয়া প্রকাশ করিতে বসিলাম। সাবিত্রী প্রকাশিত হইল—গ্রন্থকার একটু সুখী, একটু দুঃখী হইলেন।

সাবিত্রি! তুমি কবিগুরু ব্যাসদেবের কাব্য-কাননের পারিজাত কুসুম "অনাঘ্রাতং পুষ্পম্।" কোমল কঠোরের একমাত্র সমাবেশ তোমাতে বড়ই মধুর, বড়ই সুন্দর, বড়ই প্রভাময় দেখাইতেছে। তুমি এত সুন্দর, ইতিপূর্ব্বে যেন জানিয়াও জানিতাম না! তুমি সহৃদয় লেখকের স্ফটিক-স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইলে, তোমাকে চিনিলাম, বড়ই ভাল বাসিলাম, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলাম। আশা জাগিল, যখন ক্ষুদ্র হৃদয়কে এরূপ মোহিত করিয়াছ, হৃদয়বান্ না জানি তোমার কতই আদর করিবেন! সাবিত্রি! তোমার পবিত্র নাম পতিব্রতা রমণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে ঘরে ঘরে পূজিত হইলে, আনন্দের অবধি থাকিবে না। ইতি।

প্রকাশক

১৩ই পৌষ, ১৩০৯ সাল।

টাঙ্গাইল।

শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম, এ
টাঙ্গাইল কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত
অধ্যাপক।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সাবিত্রীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে পুস্তকের কলেবর বিস্তর বৰ্দ্ধিত করা হইল। উপাসনাতত্ত্ব পুস্তকের অঙ্গীভূত করা হইল। প্রথমখণ্ডে পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাই রহিল, কেবল আদিতে একটি মঙ্গলাচরণ ও শেষের দিকে মহাপ্রলয়ের ব্যাপারটি একটু বাড়ান গেল। দ্বিতীয় খণ্ডে থাকিল উপাসনাতত্ত্ব।

উপাসনাই ভারতবাসীর সর্ব্বস্ব। প্রত্যহ তিন বেলায় —কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেরই ইহা করণীয়। উপাসনার অবহেলায় ভারতের দুর্গতি আসিবেই; আর ইহার আদরে সৌভাগ্যের উদয় অবশ্যম্ভাবী। ঋষিদিগের অত্যাবশ্যকীয় অনুষ্ঠানের উপদেশ এই উপাসনা ব্যাপারে প্রোথিত। সাধ্যমত আমরা এখানে করণীয় ব্যাপারগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিব। বুঝিয়া নিত্য করিলেই সৌভাগ্য আসিবে শেষফল শ্রীভগবানের হস্তে।

৮ই ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল।
কলিকাতা।

ইতি—
গ্রন্থকার।

মঙ্গলাচরণ।

ওঁ তৎ সৎ।

ওঁ নমো ব্রহ্মণে ব্রহ্মবিদ্ভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়-
কর্তৃভ্যো বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রব্যাসবাল্মীকি-
শুকাদিভ্যঃ শ্রীরামভদ্রায় চ।

মুগ্ধস্মিতাঞ্চিত মনোজ্ঞ মুখেন্দু বিন্দুং
স্নিগ্ধামৃত প্রতিম চারু কৃপাকটাক্ষম্।
অগ্রেসরৈরনুসৃতং মুনিভির্ম্মুনীনাং
ন্যগ্রোধমূলবসতিং গুরুমাশ্রয়ামঃ॥

তদেবাগ্নি স্তদাদিত্যস্তদ্বায়ু স্তদুচন্দ্রমাঃ।
তদেবশুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ॥

ত্বং স্ত্রী ত্বংপুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতোভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা।
সদা জানানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥

সহস্রশীর্ষাঃ পুরুষ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং বিশ্বতোবৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

গাব ইব গ্রামং যুযুধি বিবশ্বান্।
বাশ্রেব বৎসং সুমনা দুহানা।
পতিরিব জায়ামভিনো ন্যেতুধর্ত্তাদিবঃ
সবিতা বিশ্ববারঃ॥

নরা মাং বিনিন্দন্তু বিন্দন্তু নাম
ত্যজেদ্ বান্ধবো জ্ঞাতয়ঃ সন্ত্যজন্তু।
যমীয়া ভটা নারকে পাতয়ন্তু
ত্বমেকা গতির্ম্মে ত্বমেকা গতির্ম্মে॥

যঃ পৃথ্বীভরবারণায় দিবিজৈঃ সম্প্রার্থিতশ্চিন্ময়ঃ
সংজাতঃ পৃথিবীতলে রবিকুলে মায়ামনুষ্যোঽব্যয়ঃ।
হত্বারাক্ষসপুঙ্গবং পুনরগাৎ ব্রহ্মত্বমাদ্যং স্থিরাং
কীর্ত্তিং পাপহরাং বিধায় জগতাং তং জানকীশংভজে ॥
বিশ্বোদ্ভব স্থিতিলয়াদিষু হেতু মেকং
মায়াশ্রয়ং বিগতমায়মচিন্ত্যমূর্ত্তিম্।
আনন্দসান্দ্রমমলং নিজবোধরূপং
সীতাপতিং বিদিততত্ত্বমহং নমামি ॥
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহ বাচং
সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥
জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্মহৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ ॥
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্নাস্বেন সদা নিরস্ত কুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥
অবিনয়পমনয় বিষ্ণো দময়মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসার সাগরতঃ ॥

* * * * * *

মৎস্যাদিভিরবতারৈ রবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্।
পরমেশ্বর পরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্ ॥
দামোদর গুণমন্দির সুন্দর বদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভবজলধিমথনমন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে ॥
নারায়ণ করুণাময় শরণং করবানি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্‌পদী মদীয়ে বদন সরোজে সদা বসতু ॥
ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং রামরামাং মনোরমাং।
নির্লিপ্তাং নির্গুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধ সনাতনীম্ ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে বিশুদ্ধ জ্ঞানমূর্ত্তয়ে।
আত্মারামায় রামায় সীতারামায় বেধসে ॥

সাবিত্রী অনাহারে অনশনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। সাবিত্রী বড়ই স্থির। ১২ পৃষ্ঠা।

সাবিত্রী।

দেখ, তোমায় ছাড়িয়া কোথাও স্থির থাকিতে পারিনা, তোমায় একদণ্ড না দেখিলেও আমি বাঁচিনা, কি যাদু আমায় করিয়াছ, অথবা সকল স্বামী স্ত্রীই আমাদের মত? তবে রাজা রাজকার্য্য করেন কিরূপে? রাণী রাজ-সংসার কিরূপে দেখেন? এত ভালবাসা থাকিলে কি অন্য কিছু হয়? না হউক, কিন্তু প্রাণেশ্বর, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, দেখিতেছি কত লোক মরিতেছে, যদি তোমায় রাখিয়া আমায় মরিতে হয়, তবে তুমি কি

করিবে ? এক তিল চক্ষের আড়াল হইলে, আমি তোমার যাতনা-ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া প্রাণে প্রাণে মরিয়া যাই ; বল নাথ, আমার অভাবে তুমি বাঁচিবে কিরূপে ? আমি নিকটে না বসিলে, তোমার খাওয়া হয় না ; আমি শয্যা-রচনা না করিলে, তোমার নিদ্রা হয় না ; আমি সাজাইয়া না দিলে, তুমি পাগল ! বল দেখি, তখন কি হইবে ? আমি কতবার তোমায় পরীক্ষা করিয়াছি,—স্বহস্তে শয্যা-রচনা না করিয়া অন্যকে দিয়া করাইয়াছি,—তুমি ছট্‌ফট্‌ করিয়াছ ! তোমায় খাইতে দিয়া উঠিয়া গিয়াছি, দেখিয়াছি আমি সরিয়া গেলে যেন তোমার কি হারাইয়া গেল,—তুমি যেন কেমন হইয়া গেলে—মুখে আহার তুলিয়া চুপ করিয়া থাক, যেন একেবারে ভোলা হইয়া যাও ! প্রাণাধিক, আমি আড়াল হইতে তোমার এই ভাব দেখিয়া কতই কাঁদি, আর আড়ালে থাকিতে পারি না,— হাসিতে হাসিতে তোমার নিকটে আসি—নিকটে বসিয়া তখন তোমায় আহার তুলিয়া দিতে হয়। ক্ষণিক অদর্শনের পর আমি আসিলে, দেখি, তোমার চক্ষু কি অপূর্ব্ব-শোভা ধারণ করে ! কি যেন কি, আমার মধ্যে তুমি দেখিতে পাও, সমস্ত মুখ-মণ্ডলে গোলাপের আভা বাহির হয়, যেন সমস্ত বিকসিত হইয়া উঠে, তুমি আপনি

যেন কিছুই পার না—খাইতে খাইতে, খাইতে ভুলিয়া যাও। কতবার দেখিয়াছি, আমি তোমার আছি, এই হইলেই তোমার সন্তোষ,—তুমি যেন ভোলা, কখন আপন মনে হাস, কখন কাঁদ, তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমি স্থির থাকিতে পারি না,—আমি আর লুকাইয়া থাকিতে পারি না,—চক্ষের জল মুছাইয়া দিই—তুমি যেন কি পাও।

প্রাণাধিক! প্রতিদণ্ডে প্রতিপলে দেখি, তুমি আমা ভিন্ন জান না। কিন্তু সকলেই ত মরে, আমিও ত মরিব, তখন তুমি থাকিবে কিরূপে?—তোমার দশা কি হইবে? হায়, একথা ভাবিলে আমি কি হইয়া যাই? কি করিব, কিছুই ঠিক করিতে পারি না। তুমি ত সব জান, তুমি আমায় বলিয়া দাও, আমি কি করিলে আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের মত অনন্তকাল অর্দ্ধ-নারীশ্বর হইয়া থাকিতে পাই,—শিব-শক্তির মত 'বামাঙ্গে দধতম্' হইয়া থাকি,—আমরা রাধা-কৃষ্ণের মত পরস্পর পরস্পরের নিরন্তর পূজা করিয়া এই জগৎ গড়ি—ভাঙ্গি—চূড়ালা শিখিধ্বজের মত আমি তোমার সঙ্গে কত খেলা খেলি, তুমি আমার সঙ্গে অনন্তকাল ধরিয়া রঙ্গ কর। কি করিলে বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর মত এক-দণ্ডও তোমায় ছাড়িয়া থাকিতে আর না হয়? প্রভু!

আমায় এইরূপ করিয়া দাও, আমার প্রাণ প্রদান কর, আমায় সুস্থ কর।

না জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে নাই,—না জিজ্ঞাসায় বলিলে কাজ হয় না। কারণ ব্যাকুল প্রাণ হইতে আপনি যাহা বাহির হয়, অন্যের শেখান কথায় ঠিক তাহা হয় না,—কতক কতক হইতে পারে; কিন্তু তুমি যাহা চাও, তাহা ত কতক হইলে চলিবে না,—তোমার যে সম্পূর্ণটিই চাই। আজ, তোমায় কি করিতে হইবে বলিব, তোমার সাগ্রহ প্রশ্নে আমার পিপাসা জাগিয়াছে। তুমি তোমার স্বরূপে আমার মধ্যে উদিত হইয়া, আপনাকে আপনি উপদেশ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছ।

দেখ, আমাদের মত বিবাহ যাহাদের হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই এই পথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে পারিবে; আর অন্য কেহ চেষ্টা করিলে যে কাহারও অনিষ্ট হইবে, তাহা নহে; উপকার হইবেই, কিন্তু সম্পূর্ণ ফল নাও ফলিতে পারে।

পূর্ণভাবে ইচ্ছার মিলন-ব্যতীত কোন দম্পতীর সদ্‌গতি হইতে পারে না। তোমার মনে আছে, বিবাহের কিছু দিন পরে, যখন সেই নির্জ্জন-বৃক্ষ-তলে দাঁড়াইয়া আমি তোমার সীমন্তে সাবিত্রীর সিন্দুর পরাইয়া

দিয়াছিলাম, তখন তুমি কত কাতর-প্রাণে দেবতাদিগকে ডাকিয়া সাক্ষী করিয়াছিলে—“ঠাকুর, তোমরা সাক্ষী থাকিও, আমার এ সিন্দুর আর কখনও মুছিবে না,—আমি কখনও স্বামী ছাড়িয়া থাকিব না,—আমি কখনও আমার প্রভুকে হারাইব না। অনন্তকাল আমি স্বামীর আদরে আদরিণী হইয়া স্বামি-সেবা করিব, এ ভিন্ন আমার অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হইতে চাহি না, চাই এই রাতুল-চরণযুগলের সেবা করিতে।” সত্য সত্য যাহার প্রাণে, এ আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহারই ইহা লাভ হইয়া থাকে, ‘যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ’ ইহা সত্য—সত্য—সত্য। লোকের মতি হয় না, তাই গতিও হয় না। তোমার মত যাহার এই তীব্র ইচ্ছা জাগিবে, তাহারই হইবে।

কাহার হইয়াছিল, যদি জিজ্ঞাসা কর, বলিব—মদ্র-দেশের অধিপতি অশ্বপতি রাজার একমাত্র কন্যা সাবিত্রীর এই পিপাসা জাগিয়াছিল। সাবিত্রী নিজপতিকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। অশ্বপতি সাবিত্রীর উপাসনা করিয়া এই কন্যা লাভ করিয়াছিলেন, তাই কন্যার নাম সাবিত্রী। একবার সাবিত্রীর কথা ভাবিয়া দেখ। সাবিত্রী বয়ঃস্থা হইয়াছে, রাজা অশ্বপতি প্রিয়তমা

কন্যার জন্য দেশ-দেশান্তরে পাত্র অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও পাত্র মিলিল না! শেষে সাবিত্রীকে অনুমতি দিলেন, মা তুমি তোমার অভিমত স্বামীর গলে মাল্য প্রদান করিও। সাবিত্রী দাসদাসী সঙ্গে দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিল। শেষে অন্ধ রাজা দ্যুমৎসেনের পর্ণকুটীরে ত্রিলোকসুন্দরী রাজপুত্রীর পতি মিলিল। দ্যুমৎসেন রাজা, কিন্তু অন্ধ। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রের সহিত বনবাসী হইয়াছেন। পর্ণকুটীরে সাবিত্রী সত্যবান্‌কে দেখিলেন, প্রথম দর্শনেই চিনিলেন, কে তাঁহার পতি। দাসীদিগকে বলিলেন,—পিতার রাজ্যে যাইব। দাসীরা রাজ-পুত্রীর ব্যবহার কিছুই বুঝিল না। কত দেশদেশান্তরে সাবিত্রী ফিরিতেছে, সাবিত্রীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। একবার দেখিবামাত্রই মীমাংসা করিত, কাহাকে কিছু বলিত না। আমরা জানি বিবাহের পরে সত্যবান্ জিজ্ঞাসা করিলে সাবিত্রী বলিয়াছিল—'প্রথম দর্শনেই আমি জানি, তুমি আমারই, আর কাহারও হইতে পার না'। যাহা হউক, সাবিত্রী কাহাকেও কিছু না বলিয়া পিতার দেশে আসিল। পিতাকে জানাইল, আমি সত্যবান্‌কে বরণ করিয়াছি। রাজার নিকটে দেবর্ষি উপস্থিত ছিলেন; দেবর্ষি, সর্ব্বগুণান্বিত সত্য-

বানের বহু প্রশংসা করিলেন, কিন্তু গুণরাশিনাশী এক দোষেরও উল্লেখ করিলেন—সত্যবান্ অদ্যাবধি একবৎসর মধ্যে জীবন হারাইবেন। রাজা অশ্বপতি বিবাহে অমত করিলেন, রাণী মালবী অমত করিলেন, আর সাবিত্রী?—স্বামীর পরমায়ু এক বৎসর হউক, আর এক দিন হউক, স্বামী, স্বামী; আর কেহ কি স্বামী হইতে পারে? স্বামী কি দু'জন হয়? 'দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী', লোকে বলিত; কিন্তু দ্রৌপদী কি জানিতেন 'পাঁচজন তাঁহার স্বামী?' তবে কি দ্রৌপদী সতী হইতে পারিতেন? তবে কি দ্রৌপদী প্রাতঃস্মরণীয়া হইতে পারিতেন? দ্রৌপদী জানিতেন, 'দ্রৌপদী—শচী, আর পঞ্চপাণ্ডব—এক ইন্দ্র'। তাই কৃষ্ণ-মহিষী সত্যভামা যখন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'স্বামী কিরূপে আমার হয়?' দ্রৌপদী উত্তর করিয়াছিলেন,—স্ত্রী প্রথমেই অনুভব করুক "আমি তোমার": "আমি তোমার" হইলেই নিজের নীচত্ব দূর হইয়া স্বামীর সদ্গুণে ভূষিত হইবে। স্ত্রী স্বামীর মত হইয়া যাইবে, তখনই আপনা হইতে স্ত্রী বলিতে পারিবে—"তুমি আমার"। প্রথমে "আমি স্বামীর" পরে "স্বামী আমার" ইহাই ক্রম। স্বামী একই হয়, পাঁচ বা সাত হয় না; প্রকৃত বিবাহ একবার হয়; যাহা প্রকৃত বিবাহ নহে, তাহা

যতবার দিবে ততবার। বহুচিত্তের কি আরাধনা হয়? স্বামী আবার কি মরে? স্ত্রী কি কখন বিধবা হয়? সাবিত্রী মনে মনে কতই চিন্তা করিলেন, পিতামাতার সমক্ষে বলিলেন,—দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র হয়, কন্যাপ্রদান একবারই করে, 'দদানি' এই বাক্য একবারই বলে। আমি মনে মনে সত্যবান্‌কেই বরণ করিয়াছি, অন্য কেহ আমার পতি নহেন! উঁহার পরমায়ু এক বৎসরই হউক, আর অর্দ্ধ বৎসরই হউক, সত্যবান্ ভিন্ন আমি কাহারও হইব না।

ইহার নাম দৃঢ় সঙ্কল্প,—ইহার নাম তীব্র ইচ্ছা। নারদ সন্তুষ্ট হইলেন—বলিলেন,—এ কন্যার অধ্যবসায় দৃঢ়, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, মহারাজ, তুমি সত্যবান্‌কেই কন্যা-সমর্পণ কর, শুভ হইবে।

রাজা কন্যা সমভিব্যাহারে বনে চলিলেন; বনে ঋষিদিগের আশ্রমে সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা রাজ-কন্যার সহিত দরিদ্র জটাবল্কলধারী রাজপুত্রের বিবাহ হইল। দ্যুমৎসেন বিস্মিত হইলেন,—তপস্বিগণ আশ্চর্য্য মানিলেন,—সত্যবান্ হৃদয়-মধ্যে কি এক অজানিত শক্তি অনুভব করিলেন,—আর অভিভূত হইল এই সাবিত্রী! সাবিত্রী ভাবিল—আমার এমন স্বামী, এই স্বামী একবৎসর পরে

মরিবে? কেন, আমি এমন কি করিয়াছি যে একবৎসর পরে আমার বৈধব্য আসিবে? আমার শ্বশুর রাজ্য-হারা, আমার শাশুড়ী রাজমহিষী হইয়াও আ'জ বনচারিণী! ইঁহাদের এই ক্লেশের উপর আরও ক্লেশ? হরি হরি, দৈবই কি সব? দৈব কি প্রতিহত হয় না? পুরুষকার কি কিছুই করিতে পারে না? শুনিয়াছি, পুরুষকারই ভগবান্ —ভগবান্ আশ্রয় করিলে, মায়া অতিক্রম করা যায়, আর দৈবের অতিক্রম হয় না? আচ্ছা দেখি, ভগবানের আশ্রয় লইতে পারি কি না? সাবিত্রী কতই চিন্তা করি-লেন। রাজা সাবিত্রীকে সম্প্রদান করিয়া বিষণ্নমনে বাড়ী ফিরিলেন। ঋষিগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন,—'মা তোমার অবৈধব্য হউক', আশীর্ব্বাদ করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন। সাবিত্রীর প্রাণে প্রবল উৎসাহ জাগিল। সাবিত্রী সর্ব্ব-সুলক্ষণা, ঋষিবাক্যে বিশ্বাসবতী, ঋষিদের আশীর্ব্বাদ অমোঘ জানিয়া পুরুষকার অবলম্বনে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। সকলের আশীর্ব্বাদ যাহাতে পাই, তাহাই করিব, দৃঢ় সঙ্কল্প হইল। মনে মনে দৃঢ় নিশ্চয় হইল, পুরুষকার দৈব প্রতিহত করিতে পারিবে। আশা জাগিল। সাবিত্রী কাহাকেও কিছু বলিল না,—সঙ্কল্প মনে মনে রাখিল; বিপদ আপনি জানিল, কাহাকেও

জানিতে দিল না, সত্যবান্‌কেও জানাইবে না ঠিক করিল। সাবিত্রী কাতর হইল না, ধৈর্য্য অবলম্বন করিল।

পিতা চলিয়া গেলেন—সাবিত্রী সর্ব্ব-অঙ্গ হইতে রত্ন-আভরণ উন্মোচন করিল, শ্বশ্রূর মত বল্কল ধারণ করিল, বহুমূল্য রত্নরাজী বিতরণ করিয়া দিল, লোকে কতই আশীর্ব্বাদ করিল।

পতিগৃহে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা, পতিসেবা, পতি যাহা ভালবাসেন, তাহারই সেবা, সাবিত্রীর এই কার্য্য হইল। আর এক কার্য্য হইল,—দিনগণনা। কতরাত্রি সাবিত্রী, সত্যবানের মস্তক ক্রোড়ে লইয়া জাগিয়া কাটা-ইয়াছে। দেখিয়া দেখিয়া সাবিত্রীর আশা মিটিত না, নির-ন্তর দেখিত, আবার দেখিলে মনে হইত—না, যেন কখনও দেখি নাই। মনে হইত এই বস্তু আমি হারাইব—ভগবান্ পূর্ব্বজন্মে আমি কত অপরাধ করিয়াছি, নতুবা এরূপ হয় কেন? কিন্তু শুনিয়াছি, শত অপরাধ করিয়াও যদি কেহ তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তবে তাহার সমস্ত অপরাধের ক্ষমা হয়। সাবিত্রী ভাবিতেন, কৈকেয়ীর অপরাধ রাম ক্ষমা করিয়াছিলেন, আর আমার পূর্ব্বজন্মের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না? ক্ষমা কাহার নাম? দোষ করিয়া শাস্তিভোগ করিলে ত ক্ষমা হয় না, আমি আশ্রয়

লইলাম, তুমি আমায় দণ্ড না দিয়াই দোষ মার্জ্জনা কর। আবার ভাবিত, ভগবান্ দয়াময়—তিনি আমায় ক্ষমা করিবেন, আমায় কি এই ধনে বঞ্চিত করিবেন? না না তা'কি হয়? আমি যে এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। সাবিত্রী ক্রোড়স্থিত স্বামীর মুখ পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিত, কখন কখন চক্ষের জলে সত্যবানের নিদ্রাভঙ্গ হইত, সাবিত্রী নানা কথায়, কথা গোপন করিয়া সত্যবানকে ভুলাইয়া রাখিত, কিছুমাত্র জানিতে দিত না যে তাহার কোন প্রকার দুঃখ আছে।

সাবিত্রী এইরূপে প্রায় একবৎসর যাপন করিল। আর চারিদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। সাবিত্রী গোপনে সত্যবানকে বলিল, দেখ আমার এক ব্রত আছে। তিন দিন উপবাস করিতে হইবে, চতুর্থদিনে সূর্য্যাস্তের পর আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। তুমি আমায় অনুমতি কর, তুমি আমার পতি, আমার দেবতা, আমার সর্ব্বস্ব। সাবিত্রীর প্রাণে নিতান্ত কাতরতা, সকল সময়ে প্রাণের ভাব চাপিতে পারিত না। কতবার বলিতে গিয়া চাপা দিত, কথা ঘুরাইয়া বলিত। আজ সাবিত্রী বলিল, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন স্ত্রীর কোন কর্ম্ম নাই, তুমি অনুমতি দাও, আমি ত্রিরাত্র ব্রত

করিব। সত্যবান্ বড়ই ব্যথা পাইলেন, সাবিত্রীর হাত ধরিলেন, বলিলেন, সাবিত্রি! তুমি রাজার কন্যা, তুমি একদিনের জন্য সুখ পাও নাই। ইচ্ছা করিয়া বনবাসিনী হইয়াছ। তুমি কখন তোমার দুঃখের কথাও বল নাই, যদি বলিতে, তবে আমার এত দুঃখও বুঝি থাকিত না। তুমি ক্লেশের উপর ক্লেশ করিবে কেন? সাবিত্রী ধীর-ভাবে উত্তর করিল—আমার ব্রত তোমার কল্যাণের জন্য। সাবিত্রীর গম্ভীরভাবে সত্যবান্ অমত করিতে পারিলেন না। সাবিত্রী কখন কোন প্রার্থনা করে নাই। এই প্রথম প্রার্থনা। সত্যবান্ অমত করিতে পারিলেন না। সাবিত্রীর সুন্দর মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে অমত হয় না। শেষে শ্বশুর শাশুড়ীরও মত হইল। সাবিত্রী অনাহারে অনশনে ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিলেন। তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। সাবিত্রী বড়ই স্থির!

প্রভাত হইল—সূর্য্যদেব আকাশে উঠিলেন। পাখী শব্দ করিল। দারুণ গ্রীষ্মকাল। বায়ুরূপী ভগবান্ যেন আপন ভক্তকে বীজন করিবার জন্য প্রভাতে মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। সাবিত্রী ভগবানের স্পর্শ অনুভব করিল—শিহরিয়া উঠিল। ভগবান্, আজ আমার ব্রত শেষ হইবে। আমি বড় দীন হইয়া দীনবন্ধু তোমায়

ডাকিতেছি, আজ আমায় দয়া করিতে হইবে। সাবিত্রী কাঁদিতেছে। এমন সময়ে সত্যবান্ আসিল, বলিল, আজ তুমি আহার করিবে আমি আয়োজন করিয়া দি? সাবিত্রী হাসিল—সে হাসি কি? কিসের হাসি সে? কে বুঝিবে কেন এ হাসি? আজ তুমি পলাইবে, আমায় জন্ম-শোধ খাওয়াইয়া—তোমার দাসীকে জন্ম-শোধ সেবা করিয়া ছাড়িয়া যাইবে? না না তাহা হইবে না। সাবিত্রী বলিল—তোমার আয়োজন করিতে হইবে না, আ'জ সূর্য্যাস্তে আমার ভোজন। এমন সময়ে শ্বশুর শাশুড়ী আসিলেন, সাবিত্রী সকলকে প্রণাম করিল, শাশুড়ীর চরণ ধরিয়া বলিল, মা, আ'জ সূর্য্যাস্তে আমি আহার করিব, তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার কোন ক্লেশ হইতে-ছেনা। অজ্ঞাতসারে একবিন্দু অশ্রু চক্ষের সীমা অতি-ক্রম করিতে চাহিল, সাবিত্রী ধৈর্য্য ধরিয়া তাহাও রোধ করিল। কেহই সাবত্রীর ইচ্ছার বাধা দিতে পারি-লেন না, সে দেবীমূর্ত্তিতে বাধা হয় না।

একটু বেলা উঠিল। সত্যবান্ কাষ্ঠ ও ফল আহরণ করিতে বনে যাইবেন, পিতামাতার অনুমতি লইয়াছেন, সাবিত্রীর নিকটে বলিতে আসিয়াছেন, রূক্ষ আলুলায়িত-কুন্তলা সাবিত্রী একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল, দু'টি হাতে

ধরিয়া সত্যবান্‌কে বলিল, আজ আমি তোমার সঙ্গে যাইব, আমায় নিষেধ করিও না। সত্যবান্ বুঝিল না, আজ তিন দিন—তিন রাত্রি অনাহার, তবু কেন সাবিত্রী তাহার সঙ্গে যাইতে চায়। সত্যবান্ নিষেধ করিতে পারিলেন না, নিষেধ হয় না। বলিলেন, সাবিত্রী তোমার ইচ্ছার বিরোধী আমি হইব না, তবে পিতার মত লইয়া সঙ্গে চল। সাবিত্রী শশুরকে প্রণাম করিল, বলিল, "আমার ব্রতের নিয়ম, অত্য সমস্ত দিন স্বামীর নিকটে থাকিতে হয়, আমি অত্য পতির সহ বনে যাইব।" অন্ধ দ্যুমৎসেন কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন—মা, তুমি রাজার কন্যা হইয়া কেন এত দুঃখ সহিতেছ? আমার প্রাণে আর সহ্য হয় না; মা, তোমার গুণে এখানকার সকলেই বশ হইয়াছেন। হায়, আমি তোমার এ দুঃখ দেখিতে পারি না। মা তুমি যাইওনা। সাবিত্রী উত্তর করিল, পিতঃ আমি ত কোন দুঃখে নাই। যাহার শ্বশুর শাশুড়ী আছেন, যাহার পতি আছেন, যে ইঁহাদের সেবা করিতে পায়, তাহার আবার দুঃখ কি? আমার ব্রতের নিয়ম পালনে অনুমতি করুন। শ্বশুর শাশুড়ী মত দিলেন, —সাবিত্রী সত্যবানের সঙ্গে চলিল। নারদ-বাক্য মনে করিয়া সাবিত্রীর হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় হইয়াছে, তথাপি অরণ্য-
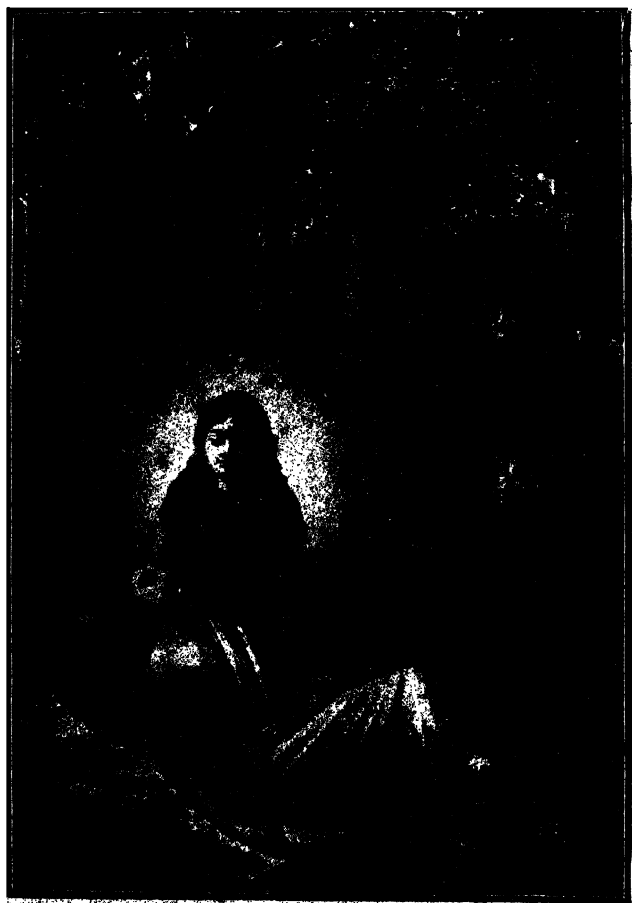
"সাবিত্রী সেই নির্জ্জন কাননে ছুই প্রহরের সময় পতিক্রোড়ে পাগলিনীর মত সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।" [১৬ পৃষ্ঠা।

গমন কালে সাবিত্রীর বদন সহাস্য বলিয়া বোধ হইল। সত্যবান্ বনের রমণীয়তা দেখাইতে লাগিলেন—কত হরিণী, কত ময়ূর, কত নদী, কত পর্ব্বত দেখাইলেন, সাবিত্রী কি দেখিবে! জীবিতেশ্বরকে গত-জীবন মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। সত্যবান্ ও সাবিত্রী বন-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন,—বন, ঝিল্লীঝঙ্কার-নিনাদিত। সত্যবান্ কাষ্ঠ ও ফল আহরণ করিয়া দিতেছেন, সাবিত্রী তাহাই এক স্থানে গুটাইয়া রাখিতেছে। সহসা সত্যবান্ বৃক্ষের শাখা কর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন, সাবিত্রী, আমার অকস্মাৎ শিরঃপীড়া বোধ হইতেছে, অঙ্গ অবশ হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায় হইতেছে, মস্তক যেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। সাবিত্রী শিহরিয়া উঠিল, ভাবিল—ঠাকুর, দয়া কি হইবে না? দৈব কি প্রতিহত হয় না? ভিতর হইতে কে বলিল, 'সাবিত্রি! ধৈর্য্য'। সাবিত্রী চকিতে সুস্থ হইল। তৎক্ষণাৎ সত্যবান্কে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিতে বলিল। সত্যবান্ নীচে নামিলেন, আর মাথা ঠিক রাখিতে পারেন না। সাবিত্রীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বৃক্ষতলে একটি পরিষ্কৃত স্থানে আসিলেন, বলিলেন, সাবিত্রি! আমি যেন কিসে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছি। সাবিত্রী, ধীরে

ধীরে সত্যবান্‌কে বসাইল, বলিল, তুমি আমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া একটু নিদ্রা যাও, এখনই সুস্থ হইবে। সত্যবান্ সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দেখিতে দেখিতে সত্যবান্ স্পন্দহীন হইলেন। আর সাবিত্রী! সেই নির্জ্জন কাননে দুই প্রহরের সময় পতি-ক্রোড়ে পাগলিনীর মত সময়-প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সাবিত্রী সতী, উপবাস ও ব্রতে আবার নির্ম্মল হইয়াছে। অতি কাতরপ্রাণে সর্ব্বাশ্রয়ের স্মরণ করিতেছে। সাবিত্রী ভিতরে স্থির হইয়া গিয়াছে, ভিতরের চক্ষু খুলিয়া গিয়াছে, আর সত্যবানের দেহ বা নিজের দেহ বা অরণ্য কিছুই দেখিতেছে না। ভিতরে দেখিতেছে, এক কৃষ্ণ-কায় রক্ত-নয়ন মহাপুরুষ দণ্ড পাশ হস্তে সত্যবানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতেছেন। সাবিত্রী মহাপুরুষকে দেখিয়া ভীত হইল না, সাবিত্রীর আ'জ ভয় নাই। সাবিত্রী মহাপুরুষকে প্রণাম করিল, বলিল 'আপনি কে ?'

উত্তর হইল 'ধর্ম্ম'।

সাবিত্রী—আপনি যম ?

মহাপুরুষ—হাঁ।

সাবিত্রী—শুনিয়াছি, আপনার দূত আসিয়া মৃত ব্যক্তিকে লইয়া যায়, আপনি স্বয়ং আসিয়াছেন কেন ?

মহাপুরুষ—সাবিত্রি, এই সত্যবান্ পরম ধার্ম্মিক, আর তুমি সতী, আমার দূত তোমাদের নিকটে আসিতে পারে না, এজন্য এ কার্য্য আমি স্বয়ং করিব।

সাবিত্রী—যাহা করিতে হয়, করুন।

যম সত্যবানের দেহ হইতে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বাহির করিলেন, আর পাশ দ্বারা তাঁহাকে বন্ধন করিলেন। সত্যবানের মৃত-দেহ অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

যম সত্যবানের জীবাত্মা লইয়া চলিলেন, সাবিত্রী সঙ্গে চলিল। কতক দূরে গিয়া যম দেখিলেন, সাবিত্রী সঙ্গে! বলিলেন মা! তুমি কেন সঙ্গে আসিতেছ? যাও, পতির ঔর্দ্ধ্বদেহিক কর্ম্ম শেষ কর, ইহাই এখনকার কর্ত্তব্য।

সাবিত্রী—প্রভু, আমার পতি ত আপনার সঙ্গে। পতির দেহকে ত কখন পতি বলি নাই। যখন দেবর্ষির মুখে শুনিলাম, এক বৎসর পরে আমার স্বামীকে আপনি গ্রহণ করিবেন, তখন হইতে বিচার করিয়াছি, আপনি যাহা গ্রহণ করিবেন, তাহাই আমার পতি। দেহ ত আপনি গ্রহণ করেন নাই, উহা ত পড়িয়া রহিয়াছে, তবে কোথায় গিয়া পতির ঔর্দ্ধ্বদেহিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিব? তাই বলিতেছি, আমার পতি ত আপনার সঙ্গে; বলুন কি করিব? ধর্ম্ম সাবিত্রীর বাক্যে বড়ই পরিতৃপ্ত হইলেন। বলিলেন,

মা, তোমার কার্য্যে আমি নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী যোড়-করে বলিল, ধর্ম্মরাজ! যদি দুঃখিনীর প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তবে এই বর প্রার্থনা, যেন আমার অন্ধ শ্বশুর চক্ষুষ্মান্ হয়েন, এবং আপনার রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন। ধর্ম্মরাজ প্রার্থনা শুনিয়া অধিক আশ্চর্য্য মানিলেন, সাবিত্রীর গুরু-জনের প্রতি ভক্তি দেখিয়া কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন,—বলিলেন—বৎসে, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম।

ধর্ম্মরাজ আবার চলিলেন, কিন্তু সাবিত্রী সঙ্গ ছাড়ে না। কিয়দ্দূর গমন করিয়া পশ্চাতে দেখেন সাবিত্রী! বলিলেন বৎসে এখনও কেন সঙ্গে আসিতেছ? সাবিত্রী উত্তর করিলেন, প্রভু, আমি শুনিয়াছি, এই সংসার ক্ষণ-ভঙ্গুর আর এই জীবন—পত্রাগ্রবিলম্বিত-শিশিরবিন্দুবৎ ইহাও ক্ষণস্থায়ী! এখানে একমাত্র প্রার্থনার বস্তু সৎসঙ্গ। আমার আর সৎসঙ্গ কোথায় হইবে প্রভু? আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম, বহু পুণ্য-ফলে আপনার দর্শন পাইয়াছি, বিশেষতঃ আমার পতিও আপনার সঙ্গে। আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিলেও এ সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছি না, আপনি আমায় কৃপা করুন! ধর্ম্ম যতই সাবিত্রীর কথা শুনিতেছেন, ততই চমৎকৃত হইতেছেন,

মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন, বলিলেন, মা! তোমার শিক্ষা—ইহার তুলনা নাই। তুমি ধন্য, তোমার পিতামাতা তোমাকে সংশিক্ষা দিয়া কুল উজ্জ্বল করিয়াছেন। মা! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি তুমি আবার বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী বলিলেন, যদি দুঃখিনীর প্রতি কৃপা হইয়া থাকে, তবে এই প্রার্থনা, যেন আমার পিতার সর্ব্বদুঃখ দূর হয়। পুত্র নাই বলিয়া আমার পিতার বড়ই দুঃখ। প্রভু! আমার মাতার গর্ভে আমার পিতার ঔরসে যেন শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। যম 'তথাস্তু' বলিয়া আবার চলিলেন, ভাবিলেন-মনুষ্যযোনিতে সাবিত্রীর তুলনা নাই। সতী স্ত্রী যে পতিকুল ও পিতার কুল উদ্ধার করে, মর্ত্তলোকে সাবিত্রী তাহার উদাহরণ। যম কতক দূর গিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেন, তখনও সাবিত্রী সঙ্গে। একবার, দুইবার, বর দিয়াছেন। কিন্তু সাবিত্রীর সেই আলুথালু বেশ, সেই কাতরভাব, এদৃশ্যে যমের মন বিগলিত হইতেছে—যেন, ধর্ম্মরাজ সেই রূক্ষকুন্তলা বালিকার বাক্যে কত কি জাগ্রত জানিতেছেন। পিতা যেমন আদরিণী কন্যাকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, ধর্ম্মরাজ সেইরূপ বাক্যে সাবিত্রীকে ফিরিতে বলিলেন। সাবিত্রী ফিরে না—সাবিত্রী পতিসঙ্গ ছাড়িতে পারে না। তখন সাবিত্রী বলিল, প্রভু!

একবার, দুইবার, আপনি বর দিয়াছেন, আমার আর প্রার্থনার কিছুই নাই। আমি জানি সতী কখন বিধবা হয় না। কিন্তু লোকে বলিবে বিধবা। প্রভু! আপনি ধর্ম্ম-রাজ! এই ঋষিদিগের আশ্রমে সকল ব্রাহ্মণে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন-আমার বৈধব্য নাই, আজি কি তাঁহাদের বাক্য বিফল হইবে? আপনি তাহা করিবেন না। আপনি ধর্ম্মরাজ, প্রভু! আমি দেখিতেছি, একদণ্ডও আমি পতি ছাড়িয়া নাই, কিন্তু আমার স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখুন, পাশ-বদ্ধ হইয়া কত কাতর-প্রাণে আমার মুখ-পানে চাহিয়া আছেন, কত কাতর-প্রাণে আমায় ডকিতেছেন। আমি শতবার তাঁহার কাতর চক্ষুর উপর চক্ষু রাখিয়া বলিতেছি এত ডাকিতেছ কেন? এই ত নিকটেই আছি। আমার স্বামী শুনিয়াও শুনিতেছেন না। প্রভু! কি এক পূর্ব্ব-দুষ্কৃতি-বশে সেই অনাময় পুরুষ—আমার প্রাণেশ্বর, আপনাকে বদ্ধ ভাবিয়াছেন, কি এক অজ্ঞান-পাশে যেন তিনি বদ্ধ, তিনি আমায় চাহিতেছেন। আজ কি আমার সতীত্বের বল মিথ্যা হইবে? আজ কি আমার সৎসঙ্গ বৃথা যাইবে? পিতঃ! সতী স্ত্রীর সতীত্ব বলে কি স্বামীর দুষ্কৃতি খণ্ডন হয় না? প্রভু! মৃত্যু বলিয়া ত কিছুই নাই, অজ্ঞানই মৃত্যু। সতী স্ত্রীর পতি কি অজ্ঞান থাকে? আজ আপনার সমক্ষে

আমার চক্ষু যেন খুলিয়াছে। আমি দেখিতেছি, আমি যাহার উপাসনা করি, আ'জ তিনি এইরূপ সাজিয়াছেন। আমি দেখিতেছি আপনি সেই হরি। দেখিতেছি, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা আপনি। আমি কি অপূর্ব্ব দেখিতেছি, আমার আর কোন বাসনা নাই। প্রভু! আমায় রক্ষা করুন। যমরাজ জ্ঞানের কথায় মুগ্ধ হইয়াছেন, বলিলেন, সাবিত্রী তুমি আমার কন্যা, তুমি আবার বর প্রার্থনা কর।

একবার, দুইবার, তিনবার। সাবিত্রী বলিল, প্রভু, স্ত্রীলোকের দুইবারের অধিক বর লইবার অধিকার নাই, আপনি আমায় লুব্ধ করিতেছেন। যমরাজ বলিলেন—সাবিত্রি লুব্ধ করিতেছি না, তুমি প্রার্থনা কর। সাবিত্রী বলিল প্রভু আমার শেষ ভিক্ষা—এই সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে যেন শত পুত্র হয়। 'তথাস্তু' বলিয়া যমরাজ প্রস্থান করিতে চাহেন, সাবিত্রী সঙ্গে যাইতে চাহে। সাবিত্রী যমরাজের মুখ-পানে চাহিয়া আছে। ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতেছেন, বলিলেন, সাবিত্রি! আমি তোমার সব অভিলাষ পূর্ণ করিলাম, আর কি বলিবে? সাবিত্রী বলিল, "প্রভু বলিবার ত কিছুই রাখেন নাই, তবে আমার পতি লইয়া যাইতেছেন কেন? আমার পতি ভিন্ন সন্তান কিরূপে হইবে?"

ধর্ম্ম-রাজ সমস্তই জানেন, এই পর্য্যন্ত সত্যবানের কর্ম্মক্ষয় অপেক্ষা করিতেছিলেন। সাবিত্রীর সতীত্বের বলে সত্যবানের কর্ম্মক্ষয় হইল, সত্যবান্ পাশ-মুক্ত হইলেন।

ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! তুমি ত সদ্যোমুক্ত হইয়াছ, তোমার স্বামীও সদ্যোমুক্ত হইলেন; কিন্তু মুক্তের ত কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। মুক্ত, এক ভিন্ন দুই ত দেখেন না—তুমি ও তোমার স্বামী ত অভিন্ন, তবে আর কি চাও?

সাবিত্রী—"প্রভু! ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ হরি ভাবনা করিয়া যখন বিশ্ব হরি-ময় দেখিলেন, যখন আপনাকে হরি দেখিলেন তখনও তাঁহার সব হইল না। আপনার অন্তর হইতে হরিকে বাহিরে স্থাপন করিলেন। আপনি হরি হইয়াও, হরি হইতে আপনাকে ভিন্ন মনে করিয়া হরির সেবা করিলেন। প্রভু! আপনি সর্ব্বময়, আপনি অন্তর্যামী আপনি জানেন, ভক্ত হরি হইতে চায় না, হরির সেবার সাধ সে কিছুতেই ছাড়িতে পারে না। সব জানিয়া, সব হইয়াও ভক্ত, সেবক হইতে বড় ভাল বাসে। প্রভু! আমি আমার পতির সেবা করিব।"

যমরাজ ধন্য ধন্য করিলেন। সত্যবানকে প্রত্যর্পণ করিলেন, বলিলেন যাও মা, তোমার পতি লইয়া যাও, তোমার হরি আরাধনা সার্থক, ব্রত পূজা সার্থক, যত দিন

"যাও মা! তোমার পতি লইয়া যাও, তোমার পতি আরাধনা সার্থক, ব্রত পূজা সার্থক, যতদিন জগতে সতীত্ব থাকিবে তত দিন তোমার কীর্ত্তি থাকিবে।"

[২২ পৃষ্ঠা।

জগতে সতীত্ব থাকিবে, ততদিন তোমার কীৰ্ত্তি থাকিবে। তুমি কীৰ্ত্তি চাও না সত্য, কিন্তু কীৰ্ত্তি তোমায় চায়। তোমার মত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া যে নারী এই ব্রত পালন করিবে, তোমার ভাব যাহার হৃদয়ে স্ফুরণ হইবে, সে কখনও বৈধব্যযন্ত্রণা পাইবে না। সে দম্পতি জীবন্মুক্ত হইবে। তুমি আমার কন্যা, যাও মা, স্বামি-সেবা করগে।

যম অন্তর্হিত হইতেছেন—সাবিত্রী দেখিল একখানি নীলাভ জ্যোতিঃপূর্ণ মূৰ্ত্তি ক্রমে তরল হইতে লাগিল। ক্রমে অনন্ত পরিব্যাপ্ত একখানি ঘননীল আকাশ চক্ষের সম্মুখে ভাসিল, ঊৰ্দ্ধে অধে, সম্মুখে পশ্চাতে, সৰ্ব্বত্র যেন এক মহাকাশ, কোন কিছুই যেন আর নাই। বৃক্ষ লতা চন্দ্র তারা, মনুষ্য পশু, জল স্থল, কিছুই নাই। শুধুই যেন সজীব আকাশের মত কি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া—উহার প্রতি অঙ্গে—প্রতি তিল তিল পরিমিত অঙ্গে, দুইটী মূৰ্ত্তি জড়িত একটি মূৰ্ত্তি! বড় সুন্দর এই মূৰ্ত্তি, অৰ্দ্ধ অঙ্গ পুরুষ আবার, অৰ্দ্ধ অঙ্গ নারী আকৃতি! সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অ[illegible]শে দৃষ্টিপাত কর, এই পুরুষ প্রকৃতি-জড়িত। আবার সে[illegible]য়া-[illegible]ৰ্ত্তি গুলির সমষ্টি হইয়া স্থূলমূৰ্ত্তি যাহা হই য়াছে-[illegible]তে বৃহত্তর যাহা ভাসিয়াছে, সৰ্ব্বত্রেই

এই পুরুষ-আলিঙ্গিত স্ত্রী মূর্ত্তি। এই পুরুষ-আলিঙ্গিত স্ত্রী-মূর্ত্তি, অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহৎ। আদি নাই, অন্ত নাই, শুধু এই মূর্ত্তি। রাজমণির মত ইহার ঝলকে কত কি অস্পষ্ট খেলা করিতেছে। প্রথমেই সাবিত্রী যাহা স্পষ্ট করিয়া দেখিল তাহাতে শিহরিয়া উঠিল—দেখিল আপনারই মূর্ত্তি! বিশ্বব্যাপী সত্যবান্ জড়িত সাবিত্রী! ক্রমে সমস্ত আরও স্পষ্ট হইতে লাগিল। বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, তারা, আকাশ, কত মনুষ্য, কত পশু, সবই সত্যবান্ জড়িত আমি। কোটি কোটি মনুষ্য আমা হইতে বাহির হইতেছে। সহস্র বাহু, সহস্র চক্ষু, সহস্র উদর, সহস্র পদ, এক বিরাট্ আমি। আমার দক্ষিণাঙ্গে সত্যবান্, বামাঙ্গে আমি। যাহা সৃষ্ট হইতেছে, তাহাই এই দুই জড়িত। সাবিত্রী আপনাকে আপনি প্রণাম করিতেছে; আবার দেখিতেছে—সত্যবান্ সাবিত্রীকে প্রণাম করিতে যাইতেছেন সাবিত্রী সরিয়া আসিতে চায় অকস্মাৎ সাবিত্রী উঠিয়া দাঁড়াইল। সাবিত্রীর মনে হইল যেন সাবিত্রী কত দূর হইতে নিমেষ মধ্যে সেই বৃক্ষ-তলে আসিল, যেন ধীরে ধীরে সত্যবানের মস্তক নিজের ক্রোড়ে রাখিল। সহসা বাহিরে দৃষ্টি পড়িল—[illegible] সেই বৃক্ষ-তলে স্বামীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উ[illegible]কিছে। দেখিল

তাহার সত্যবান্ ধীরে ধীরে চক্ষু মিলিল। সাবিত্রী, চক্ষু মুছিল, সত্যবান্ জাগিয়াছেন। অল্পে অল্পে সাবিত্রীর ক্রোড় হইতে মস্তক তুলিলেন, বলিলেন, সাবিত্রী, আমি ত অনেকক্ষণ নিদ্রা গিয়াছি তুমি আমায় জাগ্রত কর নাই?" সাবিত্রী অশ্রুজল রোধ করিতে পারে না—অতি কষ্টে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া—অশ্রুজল মুছিয়া বলিল, "প্রাণাধিক, শুনিয়াছি, স্বামীর নিদ্রা-ভঙ্গ করিতে নাই।" সত্যবান্ ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, অল্পে অল্পে শরীরে বল-সঞ্চার হইল, বলিলেন, "সাবিত্রি! আমি স্বপ্নে এক মহাপুরুষ দেখিলাম,—কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, কি এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ তাঁহার সর্ব্ব অঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছিলেন, কত কি দেখিতেছিলাম; সাবিত্রি! তিনি কোথায় গেলেন?"

সাবিত্রী—স্বপ্ন নহে, সত্য কথা, সে অনেক কথা, কল্য বলিব, অদ্য অনেক রাত্রি হইয়াছে, তুমিও দুর্ব্বল।

চতুর্দ্দশীর রাত্রি,—অরণ্যানী অন্ধকার সমাচ্ছন্ন। ভীষণ বন্য-জন্তুর কোলাহলে অরণ্য আরও ভীষণ হইয়াছে। আজ আমার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া বিশ্রাম কর। প্রাতঃকালে আশ্রমে যাইবে

সত্যবান্—সাবিত্রি! আজ তোমার চারিদিন উপবাস!

সাবিত্রীর চক্ষে অনর্গল বারিধারা বহিল। সাবিত্রী অতিক্লেশে চক্ষুজল নিবারণ করিয়া সত্যবানের চরণে প্রণাম করিল। আপনার রূক্ষ উন্মুক্ত কেশপাশ দিয়া স্বামীর চরণ ধূলি-শূন্য করিল, বলিল "আজ তুমি ত আহার কর নাই, স্বামী আহার না করিলে কি স্ত্রীকে কিছু খাইতে আছে ?"

সাবিত্রীর প্রাণে কত তরঙ্গ খেলিল। সত্যবান্ প্রাণে কত কি অনুভব করিতেছেন, কি যেন কি দেখিতেছেন, মনে হইল, তাঁহার সাবিত্রী কত সুন্দর হইয়াছে ! চারিদিকে কিছুই দেখা যায় না, তথাপি মনে হইতেছে যেন সাবিত্রীর অঙ্গের জ্যোতিতে কত কি তিনি দেখিতে পাইতেছেন। মনে হইল সাবিত্রী কি মানবী ? বলিলেন, সাবিত্রি ! আমার জন্য তোমায় কত—

সাবিত্রী বলিতে দিল না, বলিল "তুমি কি সুস্থ হইয়াছ ? অরণ্য পার হইতে কি পারিবে ? আমার শ্বশুর শাশুড়ী বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, তুমি ভিন্ন তাঁহাদের কেহ নাই। যাইতে কি পারিবে ?"

সত্যবান্ বলিলেন, "সাবিত্রি ! আমি যাইব, পিতা-মাতার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। তোমার স্নেহে আমার কিছুই মনে থাকে না। হায় ! আজ তাঁহারা কতই রোদন

করিতেছেন, এতক্ষণ প্রাণ রাখিয়াছেন কি না জানি না, যদি তুমি আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে—”

সাবিত্রী আবার বাধা দিল, বলিল “চল আমার স্কন্ধে বাহু রাখিয়া অরণ্য পার হইতে পারিবে। ঐ দেখ বন-লতার আলোকে পথ কিছু কিছু দেখা যাইতেছে।

চতুর্দ্দশীর রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে, সাবিত্রী সত্যবান্ আশ্রমের নিকটে আসিলেন। আর এক অদ্ভুত ব্যাপার আশ্রমে সংঘটিত হইল—অন্ধ দ্যুমৎসেন, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন, রাণী কাঁদিতেছেন, তপস্বিগণ প্রবোধ দিতেছেন, কতই সন্ত্বনা করিতেছেন, কিন্তু দ্যুমৎসেন কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছেন না।

যে মুহূর্ত্তে সাবিত্রী সত্যবান্ আশ্রম-সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তেই দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মান্ হইলেন। রাজার চক্ষু হইল, আরও যাতনা বাড়িল। তীব্র বাসনা, যাহার জন্য হয়, তাহাই মূর্ত্তি ধরিয়া নিকটে আইসে। রাজা বলিতেছেন, হায়, চক্ষু ছিল না, ভাল ছিল। সাবিত্রী সত্যবানের তীব্র-বাসনা বেগবতী হইয়া রাজা রাণীর বাসনার স[illegible] মিলিয়াছে ; স্থূল শরীর দৃষ্টিপথে আসিবার পূর্ব্বে, রাজা কল্পনে সাবিত্রী সত্যবানের মূর্ত্তি দেখিতেছেন, বলিলেন, আমি যেন মানস চক্ষে তাহাদিগকে দেখিতেছি :

একি! বিধাতা আমায় চক্ষু দিয়াছেন। হায়! আমি কি আমার পুত্র ও পুত্রবধূর মুখপদ্ম দেখিতে পাইব না?”

সেই সময়ে সাবিত্রী সত্যবান্ আসিয়া প্রথমে ঋষি-পত্নীগণের চরণ বন্দনা করিলেন, পরে রাজা রাণীর চরণে প্রণাম করিলেন। রাজার ব্যাকুলতা পূর্ণ হইয়াছে। রাণী ব্যাকুলা হইয়া পুত্রবধূকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন, “মা, কোথায় ছিলে মা, আমাদের যে আর কেহ নাই, তুমি ত কখন নিষ্ঠুর নও মা? কিরূপে এতক্ষণ ভুলিয়াছিলে? তুমি ত মা, লক্ষ্মী, তুমি কেন এরূপ করিলে? কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী সাবিত্রীকে আলিঙ্গন করিলেন; সত্যবানের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন, অনিমিষ নয়নে পুত্র ও পুত্রবধূকে নূতন-চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ঋষিগণ তখন সাবিত্রীর মুখে সাবিত্রীর কথা শ্রবণ করিলেন।

প্রভাত হইল—আজ প্রভাতকাল বড়ই মধুর লাগিল—বন্য পক্ষীর স্বর বড় সুমিষ্ট বোধ হইল। প্রভাত আকাশে অরুণালোক মেঘের সঙ্গে সুন্দর খেলা খেলিল—আশ্রমস্থিত বৃক্ষপার্শ্ব দিয়া সূর্য্যদেব চুরি করিয়া সাবিত্রী-সত্যবানকে দেখিলেন। গাছের পাতায় পাতায় [illegible] মাথায় সূর্য্য-রশ্মি ঝিক্‌মিক্ করিল। পুষ্প বৃক্ষে সুন্দর ফুল ফুটাইল, ভ্রমর বড় সুন্দর গুঞ্জন করিল। কোকিল কত সুস্বরে

গাহিল, প্রজাপতি সুন্দর পক্ষ বিস্তার করিয়া বড়ই সুন্দর-ভাবে নাচিয়া নাচিয়া সাবিত্রী ও সত্যবানকে প্রদক্ষিণ করিল। এইরূপ সুন্দর প্রভাতে আশ্রম, এক-বারে কোলাহলে পূর্ণ হইল—বিস্ময়ে সকলে দেখিল, রাজমন্ত্রী বিনীত-ভাবে রাজার চরণ বন্দনা করিতেছেন। রাজ-মন্ত্রী শুভ সংবাদ দিলেন—কিরূপে শত্রু পরাস্ত হইয়াছে, কিরূপে রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন, একে একে সব নিবেদন করিয়া বলি-লেন, "রাজা রাণীর জন্য প্রজাগণ বড়ই ব্যাকুল। রাজ্য, আর রাজা ভিন্ন চলিতেছে না—অদ্যই আপনাকে স্বরাজ্যে যাইতে হইবে।" তখন চারিদিকে একটা তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। মন্ত্রী—রাজা, রাণী, রাজপুত্র ও কন্যার জন্য রাজ-বেশ আনিয়াছেন, বহু দাস দাসীতে আশ্রম পূর্ণ হইল; দাস-দাসী, বর-বধূকে সাজাইতে বসিল; বাহিরে নানা-প্রকার বাদ্যধ্বনি হইল, রথ সজ্জিত হইল, রাজা রথারোহণে সপরিজনে রাজধানীতে উপনীত হইলেন।

শুনিলে সাবিত্রীর কথা? স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করি-লেন। আরও জিজ্ঞাসা করিলেন "এত কাঁদিতেছিলে কেন?"

"কি জানি তুমি আমায় কি করিয়াছ," স্ত্রী বলিতে লাগিল। "চ[illegible]রধারে [illegible] আমি কি দেখিতেছি,—কি তুমি, কি আমি, বি[illegible] সম্বন্ধ তোমায় আমায়? বল ত কবে আমি

স্বরূপে স্থিতিলাভ করিব ? তুমি কি, আমি জানিনা, কিন্তু কত কি যে তোমায় দেখি বলিতে পারিনা। আমি তোমায় যখন যাহা দেখি, তুমি তাহাই আমার নিকটে। তোমার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতে চাহিনা। আমি যখন ভাবি তুমি নারায়ণ, সত্যই দেখি, তখন তুমি শ্বাস প্রশ্বাসরূপা অনন্ত-নাগের সহস্রার ফণা তলে শয়ন করিয়া আছ, আমি পদ-তলে তোমার চরণ সেবা করিতেছি। যখন ভাবি তুমি রাম, তখন দেখি, সত্যই তুমি আমায় দূরে রাখিয়া বনবাসে দিয়াছ। যখন ভাবি তুমি কৃষ্ণ, তখন দেখি সত্য সত্যই নন্দালয়ের ছবি আমার সম্মুখে,—সেই পীত ধড়া, সেই চুড়া হেলা, সেই হাসিভরা মুখ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমি ননীমাখন প্রস্তুত করি তোমার জন্য, তুমি আগেই কাতর-ভাবে আমার কাছে আদর—নবনী ভিক্ষা কর, আমি সত্য সত্যই প্রাণের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ভাব লক্ষ্য করি। আমি তোমায় যে ভাবে দেখি,—দেখি আমিও সেই ভাবে পূর্ণ হইয়া যাই। তোমায় সুন্দর দেখিতে দেখিতে আমি কত সুন্দর হইয়া যাই। তুমি যখন নিব[illegible]টেও থাকনা, তখনও আমি তোমায় নিকটে দেখি। শূন্য[illegible] একাকিনী দর্পণ সম্মুখে দাঁড়াইয়া কতবার ভুলি[illegible] যাই, [illegible]র্পণ দৃশ্যমান ছবির পানে চাহিয়া চাহিয়া তো[illegible]মার [illegible]হিত কথা

কই, বলি, বলত, কেন আমি এত সুন্দর হইয়াছি ? আমি আমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকি, আমার আমাকে দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটে না, যতবারই আমি আমাকে দেখি, ততবারই যেন নূতন বলিয়া বোধ হয়, আমি জড়ভাব ভুলিয়া যাই, মনে করি, তুমি দাঁড়াইয়া আছ, সত্যই তুমি ত হৃদয়ে আছ, বাহিরে তখন আসিয়া দাঁড়াও ; তখন যেন কল্পনা বলিয়া বোধ হয় না। কতবার মনে হয় কল্পনাই সত্য, আর যাহা সত্য বলি, তাহা জড় মাত্র। জড়ের সূক্ষ্ম-ভাব কল্পনা ; প্রতি জড়ের কোলে কোলে জীবন্ত কল্পনা আছে। জীবন্ত মূর্ত্তি আছে, মনে হয় তোমার কল্পনা ঘন হইয়া জড় জগৎ হইয়াছে। তুমিই বলিয়াছ সে সৎ চিৎ আনন্দ, সে সর্ব্বশক্তিমান্। আমি ভাবি জ্ঞান ও আনন্দভাব ও সর্ব্ব শক্তিমত্তা ঘন হইয়া তুমি হইয়াছ। তুমিই আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছ, আমি জড় ভুলিয়া তোমায় বলি, দেখ আমি কত সুন্দর ; এত সুন্দর ত কখন ছিলাম না ! কত হীরা-মণিজড়িত কণ্ঠহার অমি পরিয়াছি, কত সুন্দর অলঙ্কার আমি পরিয়াছি, কই তখন ত আমায় সুন্দর দেখাইত না ! আর আজ তোমার [illegible] বনফুলের মালা গাঁথিয়া নিজের গলায় পরি, আর [illegible] তুমি ত বড় সুন্দর হইয়াছ। সেই মালা আবার তুমি [illegible]মায় পরাইয়া দাও. দেখ আজ এই

বনফুলের মালায় আমায় কত সুন্দর দেখাইতেছে। সহসা আমি তোমার দিকে চাই, হঠাৎ চমক ভাঙ্গে, দেখি তুমি আমার কাছে নাই। একি! তুমি কি সত্য সত্যই আসিয়াছিলে, সত্য সত্যই ধীরে ধীরে আমার দিকে চাহিতে চাহিতে সরিয়া গিয়াছ? মনে হয়, আমি কি কখন সাবিত্রীর মত হইতে পারিব? আমি ত একদিনও তোমায় ভালবাসি নাই, মনে হয় আমার নারী-জন্ম বৃথা গিয়াছে, বল এখনও কি আমার কোন উপায় আছে?"

স্বামী—তুমি কি শুন নাই তাঁর নিজের কথা "অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্" যদি অতি দুরাচার ও অতি বিগর্হিত কর্ম্মকারীও কেহ হয়, আর যদি অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করে, "অপিচেৎ অসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ" যদি সকল পাপী হইতেও অধিক পাপকারী হয়, তথাপি জ্ঞানলাভ করিলেই তাহার সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ লাভ হয়।

স্ত্রী—সত্যই প্রাণাধিক! আমার মত ভাগ্যবতী কে আছে, যাহার এমন স্বামী, তার আবার দুঃখ কিসের? আমি সব সময়ে হতাশ হই না, কখন বড় [illegible] হয়, কখন নিরুদ্যম হইয়া যাই। কখন দেহাভি[illegible] হয়, কখন অভিমান ছাড়াইতে পারি না। কখন রাগ-[illegible] আসে না,

কখন ইহারা উদয় হইয়া আমার প্রাণে বড় ব্যথা দেয়। তুমি বলিয়া দাও সাবিত্রী কোন্ সাধনায় এত আত্মহারা হইয়া স্বামী ভালবাসিত? তুমি বলিয়া দাও, কোন্ তপস্যায় সাবিত্রী 'সেই এই' ইহা অনুভব করিয়াছিল? উপবাস করিয়া সাবিত্রী তিন দিন তিন রাত্রি কোন্ তপস্যা করিয়াছিল?

স্বামী—শুধু তিন দিন তপস্যা করিয়াই সাবিত্রী ঐরূপ হয় নাই, বহুদিন তপস্যা করিয়াছিল। দেখ তুমি যে রাগ দ্বেষের কথা বলিলে, ইহা তোমার প্রায় নাই, সময়ে সময়ে যে আইসে ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল উপাসনা দৃঢ় হয় নাই বলিয়া। নিত্যক্রিয়া তোমার ঠিক হইয়াছে, এক্ষণে উপাসনা দৃঢ় হইলেই চিত্ত একেবারে নির্ম্মল হইবে। বিনা উপাসনায় দেহাত্মবোধ ছুটিবে না, উপাসনায় চিত্ত যখন একাগ্রতালাভ করিবে, তখন তোমার উপাস্য দেবতা সর্ব্বদা তোমার সম্মুখে থাকিবে; তখনই তুমি জ্ঞান বিচারে 'সেই এই' অনুভব করিতে পারিবে।

স্ত্রী—কিরূপে অনন্য-চিত্তে ভজনা করিতে হইবে বল?

স্বামী—[illegible] হইয়া হরি না ভজিলে দেহাত্মবোধ ছুটিবে না। নিত্যক্রিয়ার পর মূল মন্ত্র জপ কর—জপ করিতে করিতেই দেখিবে, লক্ষ্মী-নারায়ণ সর্ব্বময়—হরিই আকাশ,

হরিই পৃথিবী, হরিই সমস্ত, তুমি কিছু সমস্ত ছাড়া নও, এজন্য তুমিও হরি। এইরূপে সর্ব্বার্থসাধক হরি মন্ত্রে হরি ভাবনা করিয়া সেই হরিকে হৃদয় হইতে বাহিরে আনয়ন কর, মানসে পূজার দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া সেই হরির পূজা কর, নিত্য এই পূজা কর, বড়ই আনন্দ পাইতে থাকিবে। তুমি লক্ষ্মী হইয়া নারায়ণের বামে উপবেশন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসনা কর। হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইতে থাকিবে, পূজা অন্তে যখন হরির গুণগ্রাম উল্লেখ করিয়া স্তব পাঠ করিবে, যখন বলিবে—"প্রলয় পয়োধিজলে ধৃত বানসি বেদম্" তখন শ্রীহরি তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন।

স্ত্রী—আমি ত স্তবের অর্থ জানি না, আর স্তব পাঠেই বা তাঁহার প্রীতি কিরূপে হইবে?

স্বামী—দেখ, বালিকা-কাল হইতে তুমি কত খেলা খেলিয়াছ, কত সুন্দর কথা বলিয়াছ, যদি তোমা-অপেক্ষা অধিক-বয়স্কা তোমার সখী তোমায় বলে "তুমি বালিকা-কালে তোমার দিদিকে বলিতে—দেখ দিদি, এই "মা" টি আমার, তুমি ইহাকে মা বলিতে পাবে না। দিদি বলিত, হাঁ আমি তবে কাহাকে মা বলিব? তুমি বলিতে—আমি বাজার হইতে তোকে একটা মা কিনিয়া দিব, যদি তুমি কাঁদ কেন? বিবাহ-বাসরে তুমি কত সুন্দর ব্যবহার করিয়া-

ছিলে যদি কেহ তোমায় বলে, "তোমার যত পাগলামি আমি জানি যদি সব তোমায় বলি, মান অভিমান যত কিছু সবই যদি তোমার কাছে বলিতে থাকি, তবে তোমার আনন্দ হয় কি না ?"

স্ত্রী—বড় আনন্দ হয়।

স্বামী—সেইরূপ ভগবান্ বাল্যকালে কিরূপে চুরি করিতেন, হাঁড়ি ভাঙ্গিতেন, বড় হইয়া কিরূপে কংসাদি বিনাশ করেন, কিরূপে রাবণ বিনাশ করিয়াছিলেন, কিরূপে শবরীকে ভালবাসিয়া ছিলেন, কিরূপে সীতাকে কাঁদাইয়াছিলেন, সীতার জন্য কত কাঁদিয়াছিলেন, কিরূপে অর্জ্জুনের রথে সারথি হইয়াছিলেন, কিরূপে দ্রৌপদীর সহিত রহস্য করিতেন, আবার কিরূপে ভগবদ্‌গীতা, রামগীতা বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার সম্মুখে তাঁহাকে এইগুলি শুনায় তিনি আপনার কার্য্যগুলি শুনিয়া শুনিয়া কতই প্রীতিলাভ করেন, ইহা শুনিতে এতই ভালবাসেন যে তুমি যে শূন্যকে লক্ষ্য করিয়া কল্পনার মূর্ত্তি আঁকিয়া কথা কহিতেছিলে, সেই শূন্য স্থানে তিনি সত্য সত্য আগমন করেন, তিনি ভক্তকে বড়ই ভালবাসেন।

স্ত্রী—এ[illegible]টা স্[illegible]তুমি আমায় পড়াইও, আর ভাল করিয়া তাহার অর্থ বলিয়া দিও, কোনটী পড়াইবে ?

স্বামী—"প্রলয়পয়োধিজলে"

স্ত্রী—কেন ঐটি তোমার এত প্রিয় কিসে ?

স্বামী—ঐটি তাঁহাকে শুনাইতে শুনাইতে বড় কাঁদিতে হয়, তাঁর বড় দয়া, দেখ যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, জান প্রলয় কাল কাহাকে বলে ?

স্ত্রী—বল।

স্বামী—আপন স্বরূপে স্থিতি লাভ করিতে যে সাধক ইচ্ছা করেন তাহাকে সর্ব্বদাই মহাপ্রলয়ের কথা চিন্তা করিতে হয়। আমি বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর।

সৎ চিৎ আনন্দ ব্রহ্মই আছেন। তুমি অন্য যাহা কিছু দেখিতেছ, যাহা কিছু দৃশ্যজাত—এই চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, পর্ব্বত, সমুদ্র, মানব জাতি, বৃক্ষ জাতি, পশু জাতি, পক্ষী জাতি, যাহা কিছু এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিতে আছে তাহাই প্রকৃতি, তাহাই মায়া। "আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্তং দৃশ্যতে শ্রূয়তে চ যৎ। সৈষা-প্রকৃতিরিত্যুক্তা সৈব মায়েতি কীর্ত্তিতা॥ সৃষ্টি স্থিতি বিনাশ এই প্রকৃতিরই হয়। সৃষ্টি স্থিতি [illegible]াশ এই ভ্রম-জ্ঞানটারই হয়। যিনি পুরুষ, যিনি চিৎ, যি[illegible]চৈতন্য তাঁহার সৃষ্টিও নাই, স্থিতিও নাই, বিনাশ[illegible]াই। যিনি আত্মা তিনি জন্মেন না, তাঁহার মরণও নাই। আ[illegible] জন্মিলাম,

আমার জন্মভূমি এই, পিতা মাতা এই, আমি বালক ছিলাম, যুবা হইলাম, আমার আত্মীয় স্বজন আছে, আমি বৃদ্ধ হইব, আমি মরিব এইগুলিই ভ্রম। যাহা জন্মে নাই তাহার আবার বিদ্যমানতা কি ? একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয় সেইরূপ ব্রহ্মকেই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। ফলে যাহা আছে তাহাই সেই পরম পদ। "অজাতত্বাৎ চ নাস্ত্যেব যচ্চাস্তি পরমেব তৎ।" তথাপি মায়িক সৃষ্টি সম্বন্ধেই মহাপ্রলয়াদির কথা বলা হয়। মহাপ্রলয়ে এই মায়িক প্রকৃতিই নষ্ট হইয়া যায়।

চুম্বক সন্নিধানে লৌহের স্পন্দনের ন্যায় পরমাত্মা সন্নিধানে প্রকৃতি স্বভাবতঃই কম্পিত হন। ইহাই সৃষ্টি। যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, সেই পরমাত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই প্রকৃতি বিচিত্র সৃষ্টি রূপে পরিণত হয়েন; সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও যেন খণ্ডমত হয়েন। আবার সেই পরমাত্মা দ্বারাই তিনি প্রলয়ের জন্য চালিত হয়েন।

প্রকৃতি নাচিয়া নাচিয়া তাঁহা হইতে সরিয়া যাইলেই সৃষ্টি, আবার প্রকৃতি তাঁহার আহ্বানে নাচিয়া নাচিয়া তাঁহার দিকে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেই প্রলয়। প্রকৃতি সমস্ত জগৎ গ্রাস করিয়া শেষে পরমাত্মাতে যখন ডুবিয়া যান তখন সেই শিব শান্ত পরম পুরুষমাত্র অবশিষ্ট

থাকেন। কোন প্রকার রূপ আর তাঁহার থাকে না। বিধি বিষ্ণু রুদ্রাদি আকার ত্যাগ করিয়া তিনি সৎ চিৎ আনন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠারূপ পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। স্পন্দরূপিণী প্রকৃতির নাম মহাকালী, আর প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যের নাম মহাকাল।

স্ত্রী—আমাদের দেশে যে কালী পূজা হয় তাহাই কি এই মহাকালী ? আহা তত্ত্ব জানায় কত সুখ ! তুমি মহা-প্রলয়ের কথা বল।

স্বামী—ভগবতী কালরাত্রি-রূপিণী ময়ূরী যখন জগৎ বিষধর ভুজঙ্গকে গ্রাস করিতে আরম্ভ করেন তখন তদীয় দেহ-দর্পণে জগতের যে বিপরীত নৃত্য হয় তাহা স্বরূপতঃ বলা দুঃসাধ্য। যখন মহাকালীর নৃত্য বেগে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ঘূর্ণিত হইতে থাকে, তখন সুনীল আকাশ হইতে তারকা-নিচয় ছিঁড়িয়া পড়ে, পর্ব্বতসমূহ ঘুরিতে থাকে, দেব দানব-গণ মশকনিচয়ের ন্যায় বায়ুভরে ইতঃস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে থাকে ; চক্রান্তের ন্যায় ঘূর্ণমান্ দ্বীপ ও সাগরে আকাশ মণ্ডল আবৃত হয়। পর্ব্বতনিচয় বায়ুবেগে উপরে তরঙ্গ-সমীরণে তৃণের ন্যায় উড্ডীয়মান হয়।

স্থির চিত্তে একবার ভাবনা করিয়া দেখ দেখি মহাপ্রলয় কিরূপ ?

পর্ব্বত বৃক্ষাদি ভূতল হইতে আকাশে, আবার আকাশ হইতে ভূতলে পতিত হইতে থাকে ; গৃহ অট্টালিকাদি সমুদায় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া লুণ্ঠিত হইতে থাকে। ক্রমে সমুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া নৃত্য করে, পর্ব্বতও অত্যুচ্চ আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আবার সমুদ্রে পতিত হয়, আকাশ, চন্দ্র সূর্য্যের সহিত ভূমণ্ডলের কোন্ অধঃ প্রদেশে চলিয়া যায় কে বলিবে ?

কাল রাত্রির নৃত্যকালে পর্ব্বত আকাশে উঠিয়া, সাগর দিক্‌প্রান্তে ছুটিয়া, নদী সরোবর পুর নগর ও অন্যান্য স্থান সকল নিজ নিজ আধার ছাড়িয়া ঘূর্ণিত হইতে থাকে। অগাধ জল সঞ্চারী অতি বৃহৎ মৎস্যাদি জলজন্তু সকল জলাশয় সমভিব্যাহারে মরুভূমিতে নীত হইয়া ত্রস্তসমস্তে বিচরণ করিতে থাকে। দেখিতে দেখিতে কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ নষ্ট হইয়া যায়। থাকে কেবল নিবিড় সর্ব্ব-ব্যাপী অন্ধকার। সেই অন্ধকার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, রবি, যম, প্রভৃতি দেবতাগণ, অসুরগণ, তড়িৎ বিলাসের ন্যায় অস্থির ভাবে ইতস্ততঃ গতায়াৎ করিতে থাকেন। আজকাল ইয়ুরোপখণ্ডে নরনারীর যেরূপ অবস্থা হইতেছে তদপেক্ষা অনন্তগুণে যে শঙ্কা ত্রাসের অবস্থা হয় সেইরূপ।

কল্পান্ত কালে বিশাল শরীরা মহা ভৈরবী কল্পান্ত রুদ্রের পুরোভাগে অবস্থান পূর্ব্বক যখন নৃত্য করেন আর কল্পান্ত রুদ্রের ললাটস্থিত বহ্নিতে যখন সমস্ত দগ্ধ হইয়া স্থানুমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তখন নৃত্যাবেশে সেই দেবী প্রলয়ের প্রবল বাত্যায় বিচূর্ণিত অরণ্যশ্রেণীর ন্যায় আন্দোলিত হয়েন।

দেব দানবগণের বিবিধ বর্ণের মস্তক শ্রেণী তাঁহার গলদেশে মুণ্ডমালা। এই মুণ্ডমালা কুদ্দাল, উদূখল, চর্ম্মাসন, ফল, কুম্ভ, মুসল, উদকেশ প্রভৃতি বস্তু বিজড়িত হইয়া ভগবতী কাল রাত্রির গলদেশে প্রবল বেগে দুলিতে থাকে। তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মহাকালীর এই মূর্ত্তি একবার ধ্যান কর; আর আমিও শ্রোতৃবর্গকে আশীর্ব্বাদ করি হে শ্রোতৃবর্গ! ঐ যে গলদেশে মুণ্ডমালা দোলাইয়া মস্তকে গরুড় পক্ষ নির্ম্মিত শিখায় বিভূষিত করিয়া হস্তে যম-মহিষের বিশাল শৃঙ্গ ধারণ করিয়া পরমানন্দে যিনি ডিমি ডিমি, পচপচ, ঝম্যঝম্য ইত্যাদি তালে নৃত্য করিতেছেন এবং যিনি মধ্যে মধ্যে সেই কাল ভৈরবের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিতেছেন—হে শ্রোতৃবর্গ! সেই কাল রাত্রি কর্ত্তৃক বন্দ্যমান্ সেই কাল রুদ্র তোমাদিগকে রক্ষা করুন।

স্ত্রী—আহা! তুমি কি আমায় দেখাইতেছ! আমি দেখিতেছি তুমিই সেই কালরুদ্র; আমি তোমাকে প্রণাম করি। আবার একি? তোমাকে তুমিই দেখিতেছ। তোমাকে আবার প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করি—সৃষ্টি সংহার কি কোন ক্রম অনুসারে হয় অথবা সৃষ্টিসংহারের কোন নিয়ম নাই?

স্বামী—সৃষ্টি সংহার সম্পূর্ণ মায়িক; সম্পূর্ণ মিথ্যা হইলেও পরমাত্মাকে লইয়া ইন্দ্রজাল উঠে এজন্য ইহাদের ক্রম আছে। যে ক্রমে সংহার হয় তাহা বলিতেছি শ্রবণকর।

স্ত্রী—বল।

স্বামী—মহাপ্রলয় কালে প্রবল পরাক্রান্ত ভূতসমূহ ক্ষিপ্ত হইয়া যখন পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করিতে ছুটিতে থাকে, তখন প্রথমে জলরাশি পৃথিবীকে গ্রাস করে। পৃথিবীর কারণ জল। কার্য্য কারণেই লয় হয়। এইরূপ সর্ব্বত্র। পৃথিবীর সার যে গন্ধতন্মাত্র তাহা জলের সার রসতন্মাত্রে লীন হইয়া যায়। যখন পৃথ্বী জলরূপে পরিণত হয়, তখন আবার ঐ জলরাশি অগ্নি ও সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া যায়, আর রসতন্মাত্র রূপতন্মাত্রে নিঃশেষ হয়। আবার বায়ু অগ্নিরাশিকে আত্মসাৎ করে আর সূর্য্য উত্তাপকে গ্রাস করেন। রূপতন্মাত্র তখন স্পর্শতন্মাত্রে

পর্য্যবসিত হয়। পরে বায়ুরাশি আকাশে লীন হয় এবং স্পর্শতন্মাত্র আর থাকে না—থাকে শব্দতন্মাত্র। শব্দ-তন্মাত্র, তামস অহঙ্কার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়—এই সময়ে পৃথ্ব্যাদি পঞ্চভূত থাকে না—শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র থাকে না—দেহাদি স্থূল পদার্থ ত পূর্ব্বেই নষ্ট হয়, এক ঘনীভূত সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে। ইন্দ্রিয় তৈজস অহংকারে লয় হয়, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ বৈকারিক অহঙ্কারে লয় হয়। মহত্তত্ত্ব তখন অহঙ্কারকে গ্রাস করে এবং মহত্তত্ত্বকে গ্রাস করেন সত্ত্বরজস্তমগুণান্বিতা প্রকৃতি। সত্ত্বরজস্তমের বৈষম্যাবস্থা থাকে না—যিনি থাকেন তিনি আদ্যা-প্রকৃতি, তিনি অনিবর্চ্চনীয়া। ইনিই অব্যক্তা, ইনিই মায়া, ইনিই স্পন্দনাত্মিকা হইয়াও সাম্যাবস্থা। পুরুষ স্পর্শে স্পন্দন আর থাকে না—থাকে এক চলনরহিত সচ্চিদানন্দ মহাপুরুষ। সেই মহাপুরুষই আবার রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তিতে যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েন। সেইজন্য শ্রীগীতায় বলা হইয়াছে—

"অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা।"

স্ত্রী—আহা! মহাপ্রলয়ের কথা কত সুন্দর। একটা পুত্র কন্যার শোকে মানুষ কতই আকুলি বিকুলি করে কিন্তু অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে কত জীব আবার তাহাদের ধ্বংস সময়ে কত হাহাকারই উঠে। অথচ যে মাতা এই সমস্ত

জগৎ প্রসব করেন তিনিই ইহাদের বিনাশ সাধন করেন। কি আশ্চর্য্য প্রহেলিকা ইহা!

স্বামী—বুঝিতেছ না মায়িক ব্যাপারের জন্য দুঃখ করাই ত মায়া! যিনি জ্ঞানী তিনি সর্ব্ব ব্যাপারে আপনার আপনি—আপনি স্বরূপ মাত্র দর্শন করিয়া সর্ব্বদা আনন্দে ভাসেন।

স্ত্রী—তাত্ত্বিক প্রলয় বুঝিতে কতই ইচ্ছা হয়। কিন্তু তাহা এখন থাক্। এখন আমাকে মহাপ্রলয়ের কথা আর একবার এমন করিরা বল যাহাতে আমি আমার ইষ্টদেবতাকে ভাল করিয়া স্মরণ করিয়া ধন্য হইয়া যাই।

স্বামী—আচ্ছা শ্রবণ কর। যখন প্রখর রবিকরে সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়, যখন পৃথিবী শূন্য হইয়া কুর্ম্মপৃষ্ঠের মত বোধ হয়, যখন আকাশ তপ্তকটাহের মত বোধ হয়, যখন বায়ু ও অগ্নির ক্ষিপ্তক্রীড়ায় ঊর্দ্ধস্থ জীবপুঞ্জ ভস্মীভূত হইতে থাকে, যখন পৃথিবী একটি লোহিতবর্ণ অনল-গোলক সদৃশ পরিলক্ষিত হয়, যখন সমুদ্র শুষ্ক হয়, পর্ব্বত শুষ্ক সাগরগর্ভে ভাঙ্গিয়া পড়ে, কে বলিবে এই মহাবলশালী পঞ্চ পাগলের ক্ষিপ্ত ক্রীড়া কত ভয়ঙ্কর! তাহার পর শত বৎসর ধরিয়া সম্বর্ত্তকাদি নানাবিধ মেঘের গভীর গর্জ্জন, দিবারাত্রি ধরিয়া বজ্রের প্রচণ্ড ক্রীড়া, শত বৎসর ধরিয়া মুসলধারে বৃষ্টি, একবার স্থির হইয়া চিন্তা

করিয়া দেখ দেখি, পৃথিবীর অনলরাশি, অবিরত বারিপাতে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, জলরাশি উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম হইয়া, গভীর কল্লোলে সমস্ত গ্রাস করিতে থাকে, গভীর গর্ত্তে প্রচণ্ড আবর্ত্ত তুলিয়া নিপতিত হইতে থাকে, অত্যুচ্চ শৈল-শৃঙ্গে ক্রমে ক্রমে উৎপতিত হইতে থাকে ;—কে বলিবে এই প্রলয় কিরূপ ? ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর তুমুল সংগ্রাম অবসান হইয়া যায়। তখন আকাশ নাই, স্থল নাই, অগ্নি নাই, শুধু অনন্ত জলরাশি !

সেই অনন্ত জল-রাশি মধ্যে অনন্ত ফণাতলে অনন্ত-শয্যায় এক মহাপুরুষ যোগনিদ্রায় মগ্ন, পাদদেশে মহা-লক্ষ্মী। সুন্দর নাভিহ্রদে এক সুন্দর পদ্ম ভাসিয়া উঠে। সেই পদ্মের উপর এক চতুর্ম্মুখ মহাপুরুষ ধ্যান-নিমগ্ন। ক্রমে এই মহাপুরুষের যোগ-নিদ্রা ভঙ্গ হয়। কতবার ধরা জলমগ্ন হইয়াছে কে বলিবে ? যতবার পৃথিবীর আপদ উপস্থিত হয়, ততবারই এই শ্রীহরি ইহার উদ্ধার করেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, রাম, রাম-কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি, প্রতি অবতারে কতই দয়া প্রকাশ করেন। দিন দিন তুমি সেই মূর্ত্তি-সম্মুখে নারায়ণের লীলা কথা বলিতে বলিতে দেখিবে, নারায়ণ সম্মুখে আসিবেন।

নারায়ণ-তনু হইয়া নারায়ণ ভাবিলেই দেহাত্মভাবনা

ছুটিয়া যায়; পরে উপাস্যদেবতা সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া আত্ম-জ্ঞান-বিচার জন্মাইয়া দিয়া থাকেন, তাই বলিতেছি বিচার দ্বারা অপরোক্ষ অনুভূতি হইলে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

স্ত্রী—তুমি এতদিন আমাকে এ সব বল নাই কেন? আমি কত সময় বৃথা কাটাইলাম, এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, বায়ু যেমন আকাশ একবারও পরিত্যাগ করে না, আমি হৃৎকোষ হইতে মন্ত্রও সেইরূপ ত্যাগ করিব না। আর নিত্য নিয়মিত সময়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ ভাবনা করিব।

স্বামী—লক্ষ্মী নারায়ণ যুগল কেন?

স্ত্রী—তুমি ত আমার অন্তর জান, তবে কেন আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ—আমার নারায়ণের সঙ্গ ব্যতীত হরি উপাসনা হইবে না।

স্ত্রী—সপ্রণব মন্ত্র কি আমার বিধি?

স্বামী—তোমার কেন, সপ্রণব মন্ত্র কেবল শুচি হইয়া জপ করিতে হয়, ইহা ব্রাহ্মণের পক্ষে। তুমি বীজ ও নাম সর্ব্বদা জপ করিও, প্রণব জপ তোমাদের নিষিদ্ধ। অথবা তোমাদের প্রণব অন্য প্রকার। নিত্য-ক্রিয়া যাহা কর, তাহা ঠিক মত হওয়াও উচিত।

স্ত্রী—আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি 'হরি হইয়া হরি ভাবনা' ইহা কি শাস্ত্রে আছে ?

স্বামী—আমি মূর্খ। বড় বড় সাধকও যখন শাস্ত্র-বিধি লঙ্ঘন করিতে সঙ্কুচিত হয়েন, তখন আমি কোন্ ছার। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ তাহা অন্য সময়ে বলিব, উপাসনাতত্ত্ব আরও সুন্দর। যোগবাশিষ্ঠে প্রহ্লা-দের হরি উপাসনার প্রণালী তোমাকে বলিলাম।

স্ত্রী—আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণ এরূপ কল্পনাতে কি সত্যই আমরা তাহাই হইয়া যাইব ?

স্বামী—জগৎ সত্য সত্যই লক্ষ্মী-নারায়ণ-ময়। অর্দ্ধনারীশ্বর এই জগৎরূপে সাজিয়াছেন। মানবজাতির কথা ছাড়িয়া দাও, প্রতিজীবের স্বরূপ এই লক্ষ্মী-নারায়ণ শিব-শক্তি, সীতা-রাম, রাধা-কৃষ্ণ। এই ভাব-রূপী চৈতন্য-জড়িত শক্তিকে যে নামে ডাক কোন ক্ষতি নাই। উপরে নানা আকার যাহা দেখিতেছ তাহাই নারায়ণের ইন্দ্রজাল, ভোজবাজী, তাঁহার খেলা। ইহাতে সন্দেহ করিও না, দেবর্ষি বলিতেছেন—

লোকে স্ত্রীবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং জানকী শুভা।
পুন্নামবাচকং যাবৎ তৎসর্ব্বং ত্বং হি রাঘব॥

পরম-ভাব হৃদয়ে ধারণ কর—পরে যে নামেই ডাক ঠিক

হইবে। ভাব-শূন্য ক্রিয়া বা উপাসনা কখন সিদ্ধিপ্রদ হইবে না। ভাব-যুক্ত উপাসনার পরেই প্রবোধচন্দ্রের উদয় হয়। ইহা ভিন্ন জীবন্মুক্তির অন্য পথ নাই।

সাবিত্রী পরিশিষ্ট

উপাসনা তত্ত্ব।

ভূমিকা।

পুরাতনে ছিল উপাখ্যান অংশ ও উপাসনার আভাস। নূতনে উপাখ্যান অংশের সহিত বিশেষভাবে উপাসনার জ্ঞাতব্য প্রকাশিত হইল। উপাসনা অংশটি এই সংস্করণের বিশেষত্ব।

ঋষিদিগের উপাসনা প্রভাবে জগতের অভ্যুদয় ও নরনারীর নিঃশ্রেয়স হইবেই সদ্বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন।

ভারতের বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় ভারতকে নষ্ট করিয়াছে কেহ কেহ ইহা বলেন। বহু ধর্ম্মসম্প্রদায়ে ভারতের অধোগতি হয় নাই। হইয়াছে বহু সম্প্রদায়ের পরস্পর পরস্পরের সহিত হিংসা বিবাদে।

বৃক্ষের বহু শাখা প্রশাখা যেমন বৃক্ষের সজীবতার চিহ্ন সেই-রূপ ধর্ম্মের বহু সম্প্রদায়ও জীবন্ত ধর্ম্মের চিহ্ন। ঋষিদিগের ধর্ম্ম এখনও মরে নাই। যদি মরিত তবে এত সম্প্রদায় থাকিত না।

কালধর্ম্মে বুদ্ধির বিকৃতি আসিয়াছে। বিকৃতিবুদ্ধি-মানুষ সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তাই বিরোধ বাধাইতেছে।

শাখা প্রশাখা গুলি এক বৃক্ষেরই যেমন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় গুলি এক বেদ ব্রহ্মেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিয়া যখন লোকের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিবে তখনই ভারতের শুভদিন ফিরিয়া আসিবে।

ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁহার নামরূপ বহু। আবার যিনি ব্রহ্ম তিনিই সমকালে নির্গুণ সগুণ অবতার ও আত্মা। সমুদ্রে বহু তরঙ্গ ভাঙ্গে ভাসে বলিয়া যেমন এক সমুদ্র বহু হইয়া যায় না, সেইরূপ বহু নাম রূপ ধারণ করিয়াও এক ঈশ্বর বহু হন না।

গঙ্গা এক কিন্তু ঘাট বহু। ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁহার নিকটে যাইবার পথ বহু। বিভিন্ন প্রকৃতিতে একভাবে ডাকা হইতেই পারে না। তাই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ভাব, মাতৃ ভাব, মধুর ভাব, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে থাকিবেই। স্থিতিটি হইতেছে সকল সম্প্রদায়ের একত্ব।

উপাসনা তত্ত্বটি বুঝিয়া উপাসনা না করা পর্য্যন্ত যথার্থ চরিত্র-বান্ চরিত্রবতী হওয়া যাইবে না। তাই এই প্রয়াস।

শুধু বই পড়িয়া লাভ কি যদি ইহাতে ইহার আদর্শ হৃদয়ে সজীব ভাবে রাজত্ব না করে? আদর্শ হৃদয়ে সজীবতা লাভ না করা পর্য্যন্ত ঠিক ঠিক চরিত্র গঠন হইতেই পারে না। শুধু নিয়ম পালন কয় দিন করা যায়? যদি যাঁহার নিয়ম তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার শরণাপন্ন না হওয়া যায়? ঈশ্বরকে ভাল না বাসিয়া কে কবে চিরদিন ধরিয়া নীতিবাক্য মত চলিতে পারিয়াছে? ব্যবহার কালে নৈতিক নিয়ম কতক্ষণ পালন করা যায়? ঈশ্বরকে ভাল-বাসিতে না পারিলে নৈতিক উপদেশ স্বাভাবিক হইয়া যায় না। নৈতিক নিয়ম স্বভাবে মিশিয়া না গেলে চরিত্রও গঠিত হয় না। আর যতদিন নিয়মগুলি স্বাভাবিক হইয়া না যাইতেছে ততদিন পদস্খলন হইবেই।

তাই বলিতেছি নিতান্ত কুচরিত্রও সুচরিত্র হইয়া যাইবে, যখন উপাসনাটি বুঝিয়া উপাসনাটি অভ্যাস করা হইবে।

এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য সাবিত্রীকে উপাসনা তত্ত্ব দেওয়া হইয়াছে। উপাসনা তত্ত্বে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলি থাকিবে।

প্রথম অধ্যায়—সাধারণভাবে সতীধর্ম্ম ও সাধনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়—দুঃখের কথা বা বিষাদযোগ।

তৃতীয় অধ্যায়—বিশেষভাবে উপাসনা তত্ত্বে আলোচ্য বিষয়।

চতুর্থ অধ্যায়—উপাসনা স্বাভাবিক।

পঞ্চম অধ্যায়—প্রচোদয়াৎ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—বিদ্মহে—শ্রবণ মনন।

সপ্তম অধ্যায়—ধীমহির পূর্ব্বে ধারণা অভ্যাস।

অষ্টম অধ্যায়—ধীমহি।

নবম অধ্যায়—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার ধীমহি ও তান্ত্রিক সন্ধ্যার ধীমহি।

দশম অধ্যায়—ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা উপাসনার ভাব।

শেষ—উপসংহার।

অতি সংক্ষেপে উপাসনায় প্রাপ্তির কথা বলিয়া আমরা এই ভূমিকা শেষ করিতেছি।

উপাসনার দুই অঙ্গ। এক অঙ্গে মিলন। মিলনের শেষ অর্দ্ধনারীশ্বর। দ্বিতীয় অঙ্গে এক হওয়া। অনায়াস পদ এইটি। ইহা এক অখণ্ড জ্ঞানে স্থিতি, ইহা এক অপরিচ্ছিন্ন আনন্দে স্বরূপ প্রাপ্তি।

---

* দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত উপাসনা তত্ত্ব পৃথক পুস্তকাকারে বাহির হইবে

এই অনায়াস পদে সর্ব্বদা থাকিয়াও জানিয়া শুনিয়া জগৎ লইয়া খেলা, জানিয়া শুনিয়া হাসি-কান্নায় বিচলিত হওয়া, জানিয়া শুনিয়া যেন স্বরূপে থাকিয়াও স্বরূপ ভুলার অভিনয় করা, ইহাই প্রথম অঙ্গের উপসনার উচ্চ অংশ। ইহাই শ্রীভগবানের দিক হইতে। আবার শ্রীভক্তের দিক হইতে রস সমুদ্র শ্রীভগবানের ভাব তরঙ্গে ৺ পুরীধামের সমুদ্রে স্নান করার মত প্রথম প্রথম নানাভাবে উঠা পড়া, ক্রমে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্ত থাকা সব শেষে এই বাহ্য দৃশ্য-ঐশ্বর্য্যের ভিতরে প্রবেশ করিয়া সেই অন্তর্ভোগ্য মাধুর্য্যে সর্ব্বদা মধুর লইয়া থাকা এই হইল উপাসনার প্রথম অঙ্গের সর্ব্বজন আকর্ষণের কার্য্য। ইহার পরের অবস্থা যেটি সেটি কথায় বলা যায় না। তাহা স্থিতি।

উপসনায় বসিয়া প্রথমেই একবার সকল ইন্দ্রিয়কে ডাকিয়া তারে দেখানার অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। অভ্যাস হইয়া গেলে যখন সে অনুরাগ বাড়াইয়া দেয় ; বাড়াইয়া দিয়া খেলা করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যায় তখন হয় উৎকণ্ঠা স্ফুটিত চিত্ত। এই অবস্থায় আর কোন ইন্দ্রিয় ধৈর্য্য মানে না। এই অবস্থায় বিষে অমৃত, অপার দুঃখে অনন্ত সুখ।—

বৈষ্ণব কবির কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর
আমি কারে বা বুঝাই মা।

(এরা হ'ল সবাই কৃষ্ণের অনুরাগী)
তখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে হয়—
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে
পারণ পীরিতি লাগি থির নাহে বাঁধে ॥ ইত্যাদি ।

এই অস্থিরের স্থির অবস্থা যাহা তাহাই উপাসনার শেষ ।

উপাসনাতত্ত্বে পরে পরে ক্রম অনুসারে উপাসনার সমস্ত অঙ্গগুলি বুঝিতে প্রয়াস পাওয়া হইল। তত্ত্ব কথা নিতান্ত সূক্ষ্ম। তুমি না বুঝাইলে মানুষের সকল চেষ্টাই বিফল। তোমার প্রসন্নতার অনুভব ভিক্ষাই আমাদের সম্বল। আর কি বলিব আমাদের ধূলাবলুণ্ঠিত মস্তকে তোমার শ্রীচরণের স্পর্শ জীবন্তভাবে যদি একবারও হয় তবেই এই উপাসনা সার্থকতা লাভ করে।

সন ১৩২১ সাল।
শকাব্দ ১৮৩৬।

১৬ই কার্ত্তিক রাসপূর্ণিমা, কলিকাতা।

প্রথম অধ্যায়।

সাধারণভাবে সতীধর্ম্ম ও সাধনা।

স্ত্রী—দেখ কত শান্ত হইয়াছি!

স্বামী—শান্ত? হুঁ। খুব দুরন্ত ছিলে নাকি?

স্ত্রী—শান্ত বুঝি তোমার মনের মতন হই নাই? কিন্তু দুরন্ত ছিলাম কি না তাকি আর তুমি জান না?

স্বামী—জানি ত সবই। তবু কি ছিলে আর কি হইয়াছ?

স্ত্রী—বলিব? কেন বল ত বলিতে বল?

স্বামী—বলই না কি?

স্ত্রী—প্রথম বয়সের কথা মনে কি পড়ে? আমার এ চাই, আমার তা চাই, আমার চাওয়ার অন্ত ছিল না। সর্ব্বদাই নূতন সাজ সজ্জার খেয়াল। গয়নার বাক্স খুলিয়া কত লোককেই না দেখাইয়াছি। ট্রাঙ্ক খুলিয়া সাজ পোষাক কতই না দেখিয়াছি দেখাইয়াছি। ঘরের মেজে অন্যকে দেখাইবার জন্য কত কৌশলই না করিয়াছি। আর নূতন অলঙ্কার হইলে? নূতন অলঙ্কার হইলে তাহা সকলকে দেখাইবার কত কৌশল। গলার কণ্ঠীর উপর

লোকের দৃষ্টি পড়ুক সেই জন্য গলার কাপড় আল্‌গা। উপর হাতের অলঙ্কার দেখাইবার জন্য হাতের কাপড় কাঁধে ওঠা। তার পর চুলে কত আলবার্ট আর কত ঝাপটা কাটা। এই লইয়াই ত ছিলাম। কোন কার্য্য করিতে হইলে কত উৎপাত ভাবিতাম।

বাহিরে ত এই ছিল। আর ভিতরে? কত উৎপাত ত করিয়াছি। রঙ্গের জ্বালায় সময়ে সময়ে বিরক্তি আনিতাম।

তুমি শ্রীভগবানকে ডাকিবে আমি ভাবিতাম ও সব ভণ্ডামী। তাই কত কৌশলে তোমায় বাধা দিতাম। শুধু শুধু রাগ করিয়া তোমায় ক্লেশ দিতাম।

আজ কাল না বুঝি খণ্ড আমি সেই অখণ্ড নারায়ণে মিশিতে গেলে মন যেমন বাধা দেয়, আমি তদপেক্ষা তোমায় অধিক বাধা দিতাম।

আর এখন? আমার ইচ্ছা করে সর্ব্বদা তোমার কার্য্যের সহায়তা করি। সর্ব্বদা দাসী হইয়া তোমার কার্য্যে হাজির থাকি। আমি সব আয়োজন করিয়া দি আর তুমি তাঁরে ডাক। নারায়ণের প্রীতি জন্য গৃহস্থালীর সকল কাজ পরিপাটী করিয়া করি। যে দিন তুমি আপনি আপনি থাক সে দিনও তোমার ভাব না বুঝিয়া বলি কৈ ডাকিলে না?

স্বামী—আপনি আপনি থাকার সময় ডাকার কথা মনে করাইয়া দিতে হয় কি না—সে এখনও অনেক দূরের কথা। যে দিন ইহা ধারণা করিতে পারিবে সেই দিন উপাসনা-তত্ত্বও বুঝিবে। তা এখন থাক। কি ছিলে তা ত চুম্বকে বলিলে, এখন কি হইয়াছ বা হইতেছ বল দেখি?

স্ত্রী—দেখ তুমি যে সমস্ত উপদেশ আমায় দাও, তুমি ভাব আমি সমস্তই বুঝিতে পারি। এইটি তোমার আমার সম্বন্ধে অন্ধতা।

হাসিতেছ হাস। কিন্তু আমার সম্বন্ধে তুমি অন্ধ ইহাই আমার বিশ্বাস। তুমি যতখানি আমাকে মনে কর তার কিছুই আমি নই। তোমার সকল উপদেশ আমি বুঝিতে পারি না। কতক কতক যাহাও বুঝি, সেই মত আবার কার্য্য করিতেও পারি না। অনেক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবনা করি, তুমি কি করিতে বলিতেছ।

একদিনের কথা বলি শুন।

একদিন শেষ রাত্রে উঠিয়া যেমন বলিয়াছ, সেইরূপ করিতে চেষ্টা করিতেছি। তুমি তখন ছিলে না।

ঘুম ভাঙ্গিবা মাত্র একেবারে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া, বদ্ধপদ্মাসন করিতে চেষ্টা করিলাম। তুমি বলিয়াছ

ইহাতে আলস্য ও অনিচ্ছা দূর হয়। পদ্মাসন যত সহজে পারি বদ্ধপদ্মাসন তত সহজে হয় না। প্রথমে কতক্ষণ বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া থাকি। পরে তাহা ছাড়িয়া দিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া থাকিলাম। ক্রমে বদ্ধপদ্মাসন হইল। দেখিলাম ইহাতে সত্য সত্যই আলস্য দূর হয়। পরে যাহা যাহা করিতে বলিয়াছ তাহা করিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুতেই সুস্থ হইতে পারিতেছি না। মন যেন নিতান্ত দুঃখী হইয়া রহিয়াছে।

মনকে লইয়া প্রণাম করাইতে চাই, প্রার্থনা করাইতে চাই, লোকের দুঃখ ভাবিয়া কাতর করাইতে চাই, চিতা-চিন্তার বৈরাগ্য আনিতে চাই, মহাপ্রলয়ে জগৎ নাশ হইতেছে ভাবনা করাইতে চাই, দেখি কিছুতেই ইহার সাড়াশব্দ পাই না। রসময় শ্রীভগবানকে লইয়া রঙ্গ করাইতে চাই কিছুতেই কিছুই হয় না।

জপ, প্রাণায়াম, ধারণাভ্যাস, বিচার করাইব কাহাকে? তখন তোমার উপদেশ মনে পড়িল। তুমি বলিয়াছিলে বহু চেষ্টাতেও যখন হইবে না তখন চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিবে মন কি করে। বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম মনটাকে কে আক্রমণ করে। ঠিক তমোগুণ

ইহা নহে। কারণ নিদ্রা বা তন্দ্রার আক্রমণ তখন ছিল না। ছিল একটা প্রবল অনিচ্ছা। নিত্যকর্ম্মে যে উদ্যম পাই তখন তাহা জাগাইতে পারিতেছিলাম না।

তখনও রাত্রি অনেক ছিল। বাহিরে আসিয়া মুখে হাতে জল দিয়া আবার শয্যায় গমন করিলাম। তখন যে যে কার্য্য তুমি শিখাইয়াছ একে একে সকলগুলিই কতক কতক করিতে লাগিলাম। বৈখরীতে কতক্ষণ জপ করিলাম, ক্রিয়ার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কিছু কিছু করিলাম, মুদ্রা করিলাম। পরে নাভী করিলাম। ক্ষণকালের জন্য একটু উদ্যম জাগিল।

আবার এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। কোকিল বধুর সঙ্গে কোকিল শব্দ করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বদিক আলোকিত হইতেছে। তখন শীতকাল। চারিদিকে কুয়াসা। তাহার উপরে আলোকরেখা পড়িতেছে। ক্রমে কাক, সালিক ইত্যাদি ডাকিয়া উঠিল। তখনও অরুণোদয় হইতে বিলম্ব ছিল। ঐ সময়ে আমি তোমার উপদেশ মত শয্যাকৃত্য করিবার জন্য মন্ত্রগুলি পাঠ করিলাম। করিয়া সূর্য্য চন্দ্র নাড়ী দেখিয়া একের গতি অনুসারে সেইদিকের পদ অগ্রে বাড়াইয়া ঐদিকের হস্তে ঐদিকের মুখের অংশ স্পর্শ করিয়া, পৃথিবীকে

প্রণাম করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলাম। বড় শীত করিতে লাগিল। মনে করিলাম যেরূপ উদ্যম দেখিতেছি তাহাতে আজ ঠিক ঠিক ত সকল কার্য্য যে হইবে তাহা ত বোধ হয় না। শয্যাকৃত্য ত ঠিক মত করিয়া করিতে পারিলাম না, তবে শীতে কষ্ট করি কেন ? অমনি তোমার উপদেশ মনে পড়িল।

রাজরাজেশ্বর হইয়া, সুকুমারী রাজরাণী হইয়াও তাঁহারা এই দারুণ শীতে দণ্ডকারণ্যে গোদাবরীতে স্নানে যাইতেন আর আমি ? হা ধিক্ ! আমাকে। আরও মনে হইল যেমন যৌবন কালের কার্য্য বৃদ্ধবয়সে হয় না, যেমন বালক কালের কার্য্য যুবা বয়সে করিলে কিছুই হয় না, সেইরূপ প্রাতঃসন্ধ্যার করনীয় মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় অথবা দুই সন্ধ্যা একবারে করিলেও হয় না। এই মনে হইবা মাত্র শয্যাকৃত্য সারিয়া গাত্রমার্জ্জন স্নান করিলাম। তুমি বলিয়াছ স্নান ত্রিবিধ। (১) নিমজ্জন স্নান। (২) মন্ত্র স্নান। (৩) গাত্র মার্জ্জন স্নান। আমি গাত্র মার্জ্জন স্নান করিয়া শুদ্ধ বস্ত্র পরিবার জন্য আল্‌নার নিকটবর্ত্তী হইলাম। দেখি কি আনলা ছিঁড়িয়া কাপড় চোপড়গুলি ধুলায় লুটাইতেছে। এদিকে বেলা হইয়া যায়, শুদ্ধ বস্ত্র পরিলাম আর তোমার গায়ের কাপড়খানি গুছাইতে

লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল মানুষও থাকে না তবে কাপড় গুছাইয়া সময় নষ্ট করি কেন? থাক্ এসব করিব না। কিন্তু পারিলাম না। মনে হইল এযে তোমার গায়ের কাপড়। এই মুহূর্ত্তে আমার একটা পরিবর্ত্তন আসিল। এতক্ষণ কিছুতেই আনন্দ পাইতেছিলাম না। হঠাৎ তোমার কাপড় মনে হইয়া আনন্দ জাগিল। এ যে তার কাপড়। বড় যত্ন করিয়া কাপড় গুছাইলাম। সে পূজা করিবে তার পূজার স্থান পরিস্কার করিয়া আনন্দ পাইলাম। সে যে পূজা করিবে এই ভাবিয়া আমার উত্তম আসিল!

কিন্তু কোথায় বা তুমি—আর আমিই বা কোথায় কাপড় গুছাই? কোথায় বা পূজার জায়গা করি? কিন্তু অতি আশ্চর্য্য হইল। কে দেখিলাম জান?

স্বামী—জানি। তা আর বলিয়া কাজ নাই।

স্ত্রী—না! কিন্তু কি সুন্দর! দেখিলাম—

স্বামী—আবার কুন্তীর উপর অভিসম্পাত জান ত?

স্ত্রী—স্ত্রীজাতির পেটে কথা থাকিবে না এই ত? আমি ত আর বলি নি।

স্বামী—এই ত বলিয়া ফেলিতেছিলে। শোন। মনটা স্ত্রীর মতন। এইটাই জীব-চৈতন্যকে ঈশ্বর-চৈতন্যে

মিশিতে দেয় না। রাম রাম করিতে না করিতে নানা কথা তুলে—বহু অসম্বন্ধ প্রলাপ বকে—খালি প্রবৃত্তি মার্গে ডুবাইয়া রাখিতে চায়। নিবৃত্তি মার্গ ধরিলেই জীব কিন্তু সরাসর তাঁর কাছে যাইতে পারে। আর মন শান্ত হইলেই আর বাধা দিবার কেহ নাই। এ তখন পূজার জায়গা করিয়া দেয়, কাপড় গোছাইয়া দেয়। এ তখন বসিতে বাধা দেয় না। এ তখন তোমার মত সহধর্ম্মিণী হয়, হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে সহায়তা করে।

আগে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে বাধা দিত এখন সহায়তা করে। ধর্ম্ম কর্ম্ম সর্ব্বদাই করিতে বলে। আবার আপনি আপনি থাকিতে গেলেও বলে—ডাকিলে না?

স্ত্রী—এ একটা তুমি কি ঠাট্টা করিতেছ, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

স্বামী—কি বল দেখি?

স্ত্রী—আহা! যেন কিছুই জানেন না। ঠাট্টা টুকুও করা আছে আবার ন্যাকা সাজাও আছে।

স্বামী—এই ত আবার প্রলয়ঙ্করী তুলিতেছ।

স্ত্রী—আহা গো কত কি মিষ্টি মিষ্টি করিয়া বলিবেন। আমি নির্ব্বোধ কি না? আমি কিছু বলিলেই, বলিবেন স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

স্বামী—এই ত প্রলয় উঠিল।

স্ত্রী—তাইত! কেহ কোথাও নাই। একলা ঘরে একলা আমি এ কি করিতেছি? এত বেশ। সে কোথায়? সে ত নাই। না না তা'ত নয়। এই যে তুমি। তুমি ত আছই। আমার মধ্যে তুমিও আছ আর আমিও আছি। আচ্ছা এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিবার, বলিব?

স্বামী—এখুনই।

স্ত্রী—কত কথাই ত জিজ্ঞাসা করি। বল কৈ?

স্বামী—কেন সবই ত বলি।

স্ত্রী—কৈ উপাসনা-তত্ত্ব বলিবে কবে?

স্বামী—বলিতে ভয় পাই।

স্ত্রী—কেন? আমি কি শুনিবার অধিকারিণী নই?

স্বামী—রাগ ত আমার উপর করিতেই পার না—সেই জন্য বলি এখনও তোমার অধিকার হয় নাই। কারণ তুমি সতী নও।

স্ত্রী—বড় দুঃখ হয় আমি শত চেষ্টা করিয়াও ভাল হইতে পারি না। তোমার কথায় অবিশ্বাস করি না। লোকে যা করে শুনি, আমি তাহা ত করি না। কিন্তু তবু তুমি—

স্বামী—বল সতী নও কেমন? লোকে কি করে?

স্ত্রী—বহু স্ত্রীলোক ত আমার কাছে আ'সে। তা'দের ব্যবহার শুনিয়া অবাক হইয়া যাই।

স্বামী—কি বল ত ?

স্ত্রী—দেখ যদি কাহারও পিতা তাহার স্বামীর লেখা পড়া শিক্ষার জন্য কিছু অর্থ ব্যয় করেন, সে মেয়ে বাগে পাইলে স্বামীকে বলিতে ছাড়ে না—আমার বাপের পয়সায় তুমি মানুষ। যদি কাহারও পিতা মেয়েকে দুই চারি খানা বাড়ী দিয়া যান আর স্ত্রীর সেই বাড়ীতে স্বামী বাস করেন তবে স্ত্রী কখন কখন ক্রোধোন্মত্তা হইয়া স্বামীকে বলে—এ'ত আমার বাপের দেওয়া বাড়ী। তুমি আমার বাড়ী হইতে দূর হইয়া যাও। আবার কেহ কেহ আছেন যিনি, স্বামী ঘরে আসিলে, গোময় দিয়া স্বামী যে স্থানে পা দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাহা এক পক্ষ, দুই পক্ষ, তিন পক্ষ করিয়া শোধন করেন। স্বামী যদি জলের কল স্পর্শ করেন, তবে কলকে জল দিয়া একবার ধুইয়া এক পক্ষ করেন, পরে আগুণ দিয়া সংশোধন করিয়া দুই পক্ষ করেন, এইরূপ কত পক্ষই হয়। স্বামী ঘরে ঢুকিলে ইঁহাদের গৃহ কলঙ্কিত হইয়া যায়। শাস্ত্র মত সাধন করিলাম না, শুধু আচার আচার, শুচি শুচি করিলে, শুচিবাই আসিয়া যাইবেই। অথচ ইঁহারা আবার ভারি ধর্ম্মশীলা বলিয়া

আস্পর্দ্ধা রাখেন। খুব কঠোরও করেন। আমি জানি স্বামী যাহাই হউক না কেন, স্বামীকে অশ্রদ্ধা করিয়া স্ত্রীর কোন ধর্ম্মই হইতে পারে না। স্বামীকে গোপন করিয়া কিছু করিলেই ব্যভিচারিণী হওয়া হয়। আর যাহারা স্বামীকে বঞ্চণা করিয়া অশাস্ত্রীয় কার্য্য করে তাহারা ত স্ত্রী নামের অযোগ্যা। তাহারা কুক্কুরী বা শূকরী। আমি সময়ে সময়ে তোমার কথার উপর কথা কই বটে। কিন্তু ইহাও জানি যে তাহা আমার উচিত নহে। হঠাৎ হইয়া যায়, তার জন্য কত অনুতাপও ত করি। সতী হইতেই ত আমার সাধ। কিন্তু তুমি বলিতেছ আমি সতী নই। আমার সবই তবে মৌখিক ? আমি প্রতারণার মূর্ত্তি।

স্বামী—কাঁদিওনা। কাঁদিলে কি পাইবে বল ? সতী নও—কেন নও জান ? যাহার যত বিষয় বাসনা প্রবল, সে তত ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণী হইবেই। পূর্ব্বে কামের তিন প্রকার রূপের কথা বলিয়াছি। মানুষের মন যতদিন বিষয় চিন্তা ছাড়িতে না পারে, ততদিন যেমন মানুষ ব্যভিচারী থাকে—আবার বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিলেই শুধু হইল না—যতদিন না মানুষের মন সেই পরমরমণীয়দর্শন আত্ম দেবের চিন্তায় রূপ রসাদি বিষয়, দেহ, সংসার, জগৎপ্রপঞ্চ সমস্ত ভুলিয়া যাইতে পারে ততদিন যেমন মানুস পাপ

করে, ব্যভিচার করে---সেইরূপ স্ত্রীলোক যতদিন না অন্য সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া—অন্য সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়া, শুধু স্বামী ভাবনা লইয়া থাকিতে পারে ততদিন সে ব্যভি-চারিণী। স্ত্রীলোক স্বামী ভিন্ন অন্য কাহারও পানে চাহিতে পারিবে না---অথবা স্বামী ভিন্ন তাহার চক্ষে আর কিছুই ভাসিবে না—যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে, এ যতদিন না হইবে, ততদিন ব্যভিচার যাইবে না---ততদিন সতী হওয়া হইবে না।

স্ত্রী---দেখ তুমি যাহা বলিতেছ তাহা ঠিক বলিয়া বুঝিতেছি। আমি অহংকার করিতাম আমি তোমায় ভালবাসি, আমি তোমা ভিন্ন কিছুই জানি না; কিন্তু এগুলি কথার কথা মাত্র। কেন জান—সংসারে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশিলে—তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া—তোমার চরণ মস্তকে ধরিয়া—“মৌলিস্থ-কুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব” নটীরা মাথায় ঘড়া রাখিয়া যেমন নাচে—হাতে পায়ে মুখে কত রকম ভঙ্গী দেখায়—তোমার চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়া আমি হাতে পায়ে মুখে ব্যবহারিক কার্য্য করিতে পারি কৈ? বৃক্ষ যেমন বাতাস আসিলে নড়ে, আবার বায়ু না বহিলে, যে স্থিরকে, সেই স্থির থাকে “বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ” আমি ত তাহা হইতে পারি নাই। নটীর মত মাথায় ঘড়া রাখিয়া

ব্যবহারিক কার্য্যও করিতে পারি না—লোকের সহিত ব্যবহারে কতবার তোমায় ভুল হইয়া যায়—তোমায় ভুলিলেই রাগ দ্বেষের বশবর্ত্তিনী হইয়া যাই, তোমায় ভুলিলেই কখন সুন্দর কিছু দেখিয়া অনুরাগিণী হইয়া পড়ি, আবার কুৎসিত কিছু দেখিয়া নাকমুখ সিট্‌কাই, এসব যখন হয় তখন আমি তোমার ভাবে বিভোর ত থাকিতে পারি না। আবার যখন ব্যবহারিক কার্য্য ছাড়িয়া নির্জ্জনে তোমার ধ্যান করিতে বসি, তখনও ত আমি তোমার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িতে পারি না। তোমার চরণারবিন্দ মনে মনে স্পর্শ করিতে যখন চেষ্টা করি, তখনও ত মন আরও কত কি ভাবিয়া ফেলে, আমি ত সে সময়েও তোমায় ভাবিয়া মগ্ন হইয়া যাইতে পারি না। থাক্‌না কেন সংসারের কোলাহল, থাক্‌না কেন মানুষের হাহাকার, থাক্‌না কেন রোগের শত যাতনা—এ সব থাকিতেও ত মানুষ ঘুমাইয়া পড়িতে পারে—আমি সেইরূপ স্থিরসুখাসনে বসিয়া, তোমার শ্রীপাদপদ্ম মস্তকে ধরিয়া, ঘুমাইয়া পড়িতে ত পারি না—কত চেষ্টা করি—কি জানি অনাদিসঞ্চিত কত কর্ম্মবাসনা আমার মধ্যে আছে—তোমায় ভাবিতে গেলে, স্থির জলাশয়ে বুদ্‌বুদ্ উঠার মত চিন্তা ত আমার মনে উঠে—আবার কখন বা তন্দ্রা আসিয়া

আমায় অচেতন করিয়া ফেলে—জাগিয়া ঘুমান ত ইহা নহে। ইহা ত জড়ের মত ঘুম, ইহা ত অজ্ঞান নিদ্রা। কিন্তু যে নিদ্রায় সচেতন থাকিয়া—জগৎপ্রপঞ্চচিন্তা আর থাকে না, দেহচিন্তা থাকে না, সংসারচিন্তা থাকে না—এক আনন্দপ্রবাহে অত্যন্তসুখস্পর্শে আনন্দনিদ্রায় জগৎ ভুলিয়া, দেহ ভুলিয়া, ঘুমাইয়া পড় যায়, তাহা ত আমার হয় না—তুমি কতবার ইহা বলিয়াছ তথাপি ত আমি ইহা পারি না—হায়! তবে কি আমার সতী হওয়া হইবে না? তবে কি আমার ব্যভিচার ছুটিবে না? তবে কি আমি তোমায় হারাইব? তবে কি মৃত্যুর পরে তোমায় আমায় ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে? তবে কি আমি আবার অন্যের হইব—অহো! এই কি আমার ভাগ্যে আছে? সতী স্ত্রী যে চিরদিনই এক স্বামীই প্রাপ্ত হন। সতী চিরদিন মহাদেবের। সীতা চিরদিন রামের। রুক্মিণী চিরদিনই কৃষ্ণের। অরুন্ধতী চিরদিনই ভগবান বশিষ্ঠের, অনসূয়া অত্রির, লোপামুদ্রা অগস্ত্যের; মৈত্রী, কাত্যায়নী যাজ্ঞবল্কের। মরিলে যদি আবার অন্য লোক স্বামী হয়, তবে ত আমি ব্যভিচারিণী, আমি বেশ্যা। তবে ত এই ভালবাসা, এটা কপটতা মাত্র—এটা মৌখিক।

এই জীবনে কটা দিন? শুধু এই জীবনে তোমায় পাইব—এই আমার ভালবাসা? শুধু এজীবনে আমি

তোমার থাকিব এই কি আমি চাই ? ইহাই কি প্রেম ? আমি যে ভালবাসা অর্থে অন্য কিছু বুঝি। তুমিই বুঝাইয়াছ, বলিয়া বুঝি। ভক্ত যেমন বলেন—আমি যেখানে যাই, যে যোনিতেই আমার জন্ম হউক না কেন—স্বকর্ম্মফল নির্দ্দিষ্টাং যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহং—আপন কর্ম্মফলে যেখানে কেন না জন্মাই, হে হৃষীকেশ ! যেন আমার "ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্তু"—যেন আমার তোমাতে দৃঢ়া ভক্তি থাকে—আমিও যে তাই বলি—যে অবস্থায় আমি কেন না পড়ি, আমি যেন আর কাহারও না হই—যদিই মরিতে হয়, যদিই অন্য দেহ ধরিতে হয়, তবে যেন আবার তোমাকেই পাই—আমি যে, ভালবাসা অর্থে ইহাই বুঝিয়াছি, আমি যে অনন্তকালের জন্য তোমাকে পাইতে চাই। হায় ! আমার ব্যভিচার গেল না, আমি সতী হইতে পারিলাম না, কেমন করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া তোমায় পাইব ? এখনও ঘুমের সময় যদি তোমাকে ভুলিয়া থাকি—তবে সে মহা নিদ্রার সময় কেমন করিয়া তোমায় মনে রাখিব ? আবার মৃত্যুসময়ে যখন আমার নিজের বল কিছুই থাকিবে না—সেই সময়ে তোমার চিন্তা না আসিয়া যদি অন্যচিন্তা আসিয়া যায়, তবে ত "যং যংবাপি স্মরণ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরং" যে যে ভাবনা মনে করিয়া দেহত্যাগ করে তাহার সেই

সেই যোনিতে জন্ম হয়। গঙ্গাতীরে গুরুসমীপে "ইয়ং গঙ্গা অহং ম্রিয়ে" বলিয়াও যে তাহার মধ্যে "শ্বেতখানায় গিয়াছি" মনে উঠিবা মাত্র একজন পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। হায়! তবে কি বৃথাই জীবন ধারণ করিতেছি? নাথ! আমি নিতান্ত তোমার আশ্রিত, তুমি আমায় ত্যাগ করিও না—আমায় যাহা বলিবে তাহাই করিতে প্রাণান্ত করিব কিন্তু আমি যে স্ত্রীলোক—আমি যে জ্ঞানহীনা—আমার যে নিজ সামর্থ্যে কিছু হয় না, তুমি আমার ব্যভিচার না ছাড়াইলে আমার যে আর গতি নাই, তুমি আমায় পরিত্রাণ কর।

স্বামী—উঠ! উঠ! চরণ ছাড়—এরূপ বিলাপে কোন ফল নাই। এস প্রতীকার চেষ্টা করা যাউক। আমাকে তুমি নারায়ণবোধে ভক্তি কর সত্য—কিন্তু আমিও যেমন নারায়ণ হইতে পারি নাই তুমিও সেইরূপ সতী হইতে পার নাই। তুমি যেমন বলিতেছ স্বামী ভিন্ন স্ত্রীর গতি নাই, আবার সেইরূপ সহধর্ম্মিণী ভিন্ন স্বামী অর্দ্ধ গাত্র। এ অর্দ্ধেকে কিছুই হয় না। দেখ না ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—কে স্ত্রী ছাড়া আছেন? সনক সনাতনাদি চির ব্রহ্মচারী যাঁহাদের কথা শুনা যায়, তাঁহারা ভাবনায় আপনার মধ্যে পুরুষ প্রকৃতি হইয়া থাকেন। যেমন মানুষ মনকে বিষয়

-রসিক পুরুষ ভাবনা করে এবং বুদ্ধিকে শাস্ত্রোজ্জ্বলা করিয়া স্ত্রী ভাবনা করে, করিয়া উজ্জ্বলার পরামর্শে বিষয়রসিক—কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া উভয়ে মিলিত হয়, মিলিত হইয়া শক্তি ও শক্তিমানের মত আনন্দস্বরূপে স্থিতি লাভ করে—সেইরূপ স্ত্রী বা সহধর্ম্মিণী ভিন্ন—বুদ্ধি ভিন্ন মনের বশীভূত জীবচৈতন্যের বা স্বামীর স্বস্বরূপে অবস্থান কিছুতেই হইবে না। আমারও সাধনা বাকী আছে, তুমিও সহধর্ম্মিণী হইয়া আমার চিত্তবৃত্তির অনুসরণ কর। হতাশ হইও না। সতী হওয়া ত মুখের কথা নয়। যেমন ভক্ত হইতে হইলে শক্তি থাকা চাই, সেইরূপ সতী হইতে হইলেও দৃঢ় ভাবনা চাই। তোমার হইবে। যাহা বলি তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা কর।

আগে আমাকে যাহা করিতে হইবে তাহা শুন—তবে তুমি আমার কার্য্যের সহায়তা করিতে পারিবে—সহধর্ম্মিণী হইতে পারিবে।

স্ত্রী—এতদিন আমায় বলিলে কি আমি শুনিতাম না ?

স্বামী—এই ত আবার ভালবাসার আবদার তুলিলে ? অভিমানটা ভালবাসার আবদার মাত্র। তুমি যেটা বুঝিতেছ আমি কি আর ততটুকুও বুঝি নাই ?

স্ত্রী—দেখ আমি আবদার ত্যাগ করিলাম। বাস্তবিক ইহা অজ্ঞান। আগে আমি চিরদিনের জন্য তোমার হইয়া যাই, তার পরে যদি আবদার আসে করিব। “আমি তোমার” না হইলে চিরতরে “তুমি আমার” হইবে না। এখনও আমি তোমার স্ত্রী হইতে পারি নাই। আমি তোমার শিষ্যা, তুমি গুরু। যখন ঠিক ঠিক তোমার ভক্ত হইব তখন ভক্তের অধীন হইয়া তুমি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে আমি তাহাই পাইব। এখন বল তুমিই বা কোন্ কর্ম্ম করিবে—আর আমিই বা কি করিব ?

স্বামী—আমার কর্ম্ম আগে শোন। আমি জীব চৈতন্য। জড় আমি নই, আমি চেতন। কিন্তু চেতন হইয়াও জড়ের সহিত, এই দেহের সহিত আমার বহু সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যেমন কোন পথিক পান্থশালায় আসিয়া সেই পান্থশালার রক্ষকদিগকে বিশ্বাস করিয়া বিপদে পড়ে, যেমন পূর্ব্বাপর বিচার না করিয়া পান্থশালার লোকদিগকে ভাল লোক ভাবিয়া তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেই শঠ, প্রতারকদিগের হাতে পড়িয়া—তাহাদের শঠতা জানিয়াও তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে না—সেইরূপ আমিও চেতন হইয়াও কাম ক্রোধাদি রিপুসঙ্গে, আকাঙ্ক্ষাবাসনাদি দুষ্ট লোকের অধীনে আসিয়া

পড়িয়াছি। জানিতেছি ইহারা আমার শত্রু, তথাপি আমাকে উদ্ধার করিতে পারিতেছি না। বাসনা, চিত্ত, অহংবোধ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ, দ্বেষ—এতগুলি শত্রুর হাতে পড়িয়াছি। জানিতেছি ইহারা আমার শত্রু—জানিতেছি কি করিলে উদ্ধার পাইব, তথাপি করিতে পারিতেছি না। তুমিই আমার শক্তি। শক্তি ভিন্ন শিব যেমন শব মাত্র, বুদ্ধি ভিন্ন জীবচৈতন্য যেমন কিছুতেই স্বস্বরূপে যাইতে পারে না, সেইরূপ সহধর্ম্মিণী ভিন্ন আমিও কিছুতেই মুক্ত হইতে পারিব না—তুমিও আমার সঙ্গে মিশিয়া চিরদিন আমায় পাইবে না। তাই বলিতেছি যেমন মন ও বুদ্ধি এক সঙ্গে মিশিয়া জীব চৈতন্যকে বিষয়চঞ্চল করিলে জীবচৈতন্য আপন স্বরূপে যাইতে পারেন না, সেইরূপ স্ত্রী সহায় না হইলে—শক্তি সাহায্য না করিলে স্বামী মুক্ত হইতে পারেন না। স্ত্রীর যেমন স্বামী আবশ্যক, স্বামীরও সেইরূপ স্ত্রী আবশ্যক।

স্ত্রী—আমাতেও তোমার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে—আহা! ইহা শুনিয়া আমি কত আনন্দ পাইতেছি। পরিত্যক্তা সীতা যেমন যজ্ঞে স্বর্ণময়ী আপন প্রতিকৃতির আবশ্যক হইয়াছিল ভাবিয়া সমস্ত যাতনা ভুলিয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমিও আমাকে পরম ভাগ্যবতী মনে করিতেছি।

স্বামী—ভালই করিতেছ, কিন্তু শোন তোমার আমার উদ্ধার জন্য কোন কঠোর তপস্যা করিতে হইবে। মনে কর তুমি বিষয়রসিকা মনের অধীনা বুদ্ধি স্বরূপিণী অথবা তুমি মনস্থানীয়া আর আমি জীবস্থানীয়। মন কোনরূপ বাসনা তুলিবেনা—তবে জীবচৈতন্য আত্মমায়ার সহিত পরমাত্মচৈতন্যকে স্পর্শ করিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

স্ত্রী—মন যে সর্ব্বদা চঞ্চল—সর্ব্বদা বাসনা তুলে। সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়বশে কত কর্ম্ম করিতেছে—কতদিন ধরিয়া এইরূপ করিয়া আসিয়াছে, এই মন কিরূপে নিজের বাসনা ও নিজের কর্ম্ম ছাড়িবে ?

স্বামী—জীব, মনকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন—দেখ আমি যে চেতন, জড় নহি তাহা তুমি অগ্রে জান—জানিয়া নিশ্চয় কর দেহের মধ্যে চৈতন্য কোথায় ? ইহা জনিলে এই নিশ্চয় হইবে যে আমি খণ্ড চৈতন্য মাত্র হইয়া পড়িয়াছি। আগে আত্মচৈতন্য অনুসন্ধান করিয়া সেই খণ্ড আত্মচৈতন্য যখন অখণ্ড পরমাত্মচৈতন্যকে নিরন্তর ভাবনা করিতে পারিবেন—মন যখন আর অন্য কোন ভাবনা করিবে না, অন্য কোন বাজে কথা তুলিবে না, শুধু স্থির হইয়া এই খণ্ড অখণ্ডের মিলন দেখিতে পারিবে তখনই তুমি ঘুমাইয়া পড়িবে, আর আমি অখণ্ডে মিশিয়া

তোমাকে শক্তিরূপে চিরতরে আপনার হৃদয়ে ধরিয়া রাখিব।

স্ত্রী—আত্মচৈতন্য কোনটি? ইনি খণ্ডই বা কিরূপে? কিরূপেই বা অখণ্ডের সহিত মিশিবেন?

স্বামী—এখন ঠিক হইয়াছে। তুমি ঠিক প্রশ্ন করিয়াছ। এই প্রশ্নের মীমাংসা শুনিয়া সাধনা করিতে পারিলেই নিত্য আনন্দে স্থিতি লাভ করা যায় এবং উপাসনাতত্ত্ব যে কি তাহাও বুঝা যায়।

স্ত্রী—এখন বুঝাইয়া দাও। আমি তোমার সহিত সাধনা করিব।

স্বামী—আত্মচৈতন্য যাহাকে বলি সেটি দেহের মধ্যে। এটি অনুভব। অনুভবটি আত্মচৈতন্য বটে, কিন্তু অনুভবটিই আত্মা নহেন।

অগাধ জলে রত্ন পড়িয়া গেলে—যেখানে রত্ন থাকে সেইখানকার জলকে উহা প্রকাশ করে। "আমি আমার" রূপ মায়াসমুদ্রের অগাধ জলে জ্ঞানরত্ন ডুবিয়া-গিয়াছে। তথাপি মায়াসমুদ্রে ডুব দিলে রত্নের আভা দেখিয়া বুঝাযায় এইখানে রত্ন আছে। অনুভবটি আত্ম-রত্নের আভা। আভা ধরিয়া আত্মরত্ন উদ্ধার করা যায়।

যেখানে অনুভব সেইখানে আত্মার অহং অভিমান

আছে। অহংপূর্ব্বিকা এই অনুভূতি। যেখানে অহং নাই সেখানে অনুভব নাই।

আত্মা সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র ভাসেন না। অগ্নি কাষ্ঠের সর্ব্বত্র আছেন, কিন্তু সর্ব্বত্র অগ্নি ভাসেন না। যেখানে আত্মা অহং অভিমান করেন, সেইখানে অনুভব জাগে, সেইখানে আত্মচৈতন্য অনুভব রূপে প্রকাশিত হন।

এই অনুভব দেহের মধ্যেই অনুভূত হয়। দেহের বাহিরে অনুভূত হয় না। দেহের মধ্যে থাকিয়া এই সম্মুখে গঙ্গা অনুভব করিতেছি—"ক্বচিৎ খেলতাং জহ্নুকন্যা-প্রসঙ্গে"; কিন্তু দেহাতিরিক্ত এই যে কমণ্ডলু ইহার মধ্য হইতে সে অনুভব একবারেই হইতেছে না। এই জন্য বলিতেছি, যে আত্মচৈতন্যের কথা কই, তাহা পরিচ্ছিন্ন, তাহা খণ্ড। অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড আত্মচৈতন্যের অনুভব আমার নাই। খণ্ড চৈতন্য বা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্যের অনুভব মাত্র আছে। বিচার দ্বারা বুঝিতে পারি আত্মা অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞান অখণ্ড, কিন্তু এই অপরিচ্ছিন্ন আমিকে দেখিতে পাই না। যাহা দেখি, তিনি খণ্ড, তিনি পরিচ্ছিন্ন। খণ্ড অখণ্ডকে যখন ডাকে, পরিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্নকে যখন ডাকে, তখন উপাসনা হয়।

উপ সমীপে, আসন বসা। খণ্ড যখন অখণ্ডের সমীপে বসেন তখন হয় উপাসনা। রাম, কৃষ্ণ, হরি, দুর্গা, কালী, শিব, গণেশ, সূর্য্য এই সকলগুলি সেই অখণ্ড অপরিচ্ছিন্ন নিরাকার ঘন চৈতন্যের সাকারমূর্ত্তি। ইঁহারা নিরাকারের ঘনীভূত সাকার মূর্ত্তি। নিরাকার আকাশকে যেখানে ঘনীভূত কর সেইখানে সাকার মূর্ত্তি জাগিবে। আবার সাকার মূর্ত্তির যে অঙ্গে মনকে একাগ্র করিবে সেইখানেই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম সত্তা ভাসিবে।

তুমি হরি হরি জপ যখন করিতেছ তখন তোমার খণ্ড জীবচৈতন্য, অখণ্ড পরমাত্মচৈতন্যকে ডাকিতেছেন—খণ্ডত্ব পরিহার জন্য—সংসার মুক্তি জন্য! ব্রাহ্মণে যখন ডাকিতেছেন "আয়াহি বরদে দেবি!" তখন খণ্ড আত্মচৈতন্য অখণ্ড পরমাত্মচৈতন্যকে সহস্রার হইতে কূটস্থে বা হৃদয়ে আসিতে বলিতেছেন—ইহাই উপাসনা। খণ্ডচৈতন্যকে অখণ্ড ভাবে ভাবনা করিয়া উপাসনা করাই গায়ত্রী উপাসনার সার কথা। ব্রাহ্মণগণ যে ভর্গের উপাসনা করেন সেই ভর্গ, জল, জ্যোতি, রস, অমৃত, ভূরাদি লোকত্রয়াত্মক, সকল চরাচরস্বরূপ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্যাদি নানা দেবতাময়, পরব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি ভূরাদি সপ্তলোককে প্রদীপবৎ প্রকাশ করিয়া আমার জীব-

চৈতন্যকে জ্যোতিরূপ সত্যাখ্য সপ্তম ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম-স্থানে লইয়া যান। লইয়া গিয়া জীবচৈতন্যকে ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহ একীভূত করেন---ইহা চিন্তা করিতে করিতে জপ করিতে হয় বা প্রাণায়াম করিতে হয়—ইহাই উপাসনা।

সবিতার (সর্ব্বভাবপ্রসবিতার) ভর্গ যেখানে বলা হয় সেখানে সবিতার সহিত ভর্গের পার্থক্য আছে। তথাপি পরমার্থচিন্তা বা উপাসনায় সবিতার সহিত ভর্গের ভেদ নাই "য এব ভর্গঃ সএবাদিত্যঃ যঃ এবাদিত্যঃ স এব ভর্গঃ।" এই অদ্বৈত ভাবে স্থিতিই সোঽহং স্থিতি। ইহার জন্যই উপাসনা। প্রার্থনা ও প্রাণায়াম ভিন্ন উপাসনা নাই, এবং বিনা উপাসনায় কখন সোঽহং জ্ঞান নাই।

তবেই দেখ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে উপাসনা কাণ্ড কেন বলা হইয়াছে—গীতার কর্ম্ম-ষট্‌কের ও জ্ঞানষট্‌কের মধ্যে ভক্তিষট্‌ক কেন রাখা হইয়াছে। উপাসনা একদিকে কর্ম্মকাণ্ডকে ছুঁইয়া আছে, অন্যদিকে জ্ঞানে পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হইতেছে। অর্থাৎ উপাসনা আদি অবস্থায় প্রার্থনা, বিশ্বাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি বৈদিক কর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া আছে— মধ্যভাগে উপাসনা-

স্বরূপ যে ভাবনাটি তাহা আছে এবং শেষ অবস্থায় খণ্ড ও অখণ্ডে মিলনানুভবরূপ বিচার এবং বিচারাবসানে খণ্ড বা পরিচ্ছিন্নের অখণ্ড বা অপরিচ্ছিন্নে স্থিতিরূপ জ্ঞানটি আছে। উপাসনাতত্ত্ব একদিন আলোচনা করিলে হইবে না, নিত্য আলোচনা কর। নিরন্তর হরিকে ডাক, হরি আমায় সংসার সাগর হইতে উদ্ধার কর—খণ্ডভাব হইতে অখণ্ডে লইয়া চল—এই ভাব হৃদয়ে রাখিয়া যিনি ডাকিতে পারেন, তাঁহারই উপাসনা হয়। এই ভাব হৃদয়ে আনিবার জন্য যিনি শ্রীভগবানের অষ্টমূর্ত্তির নিকটে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে পারেন—যিনি প্রাণায়াম দ্বারা এই প্রার্থনা হৃদয়-মধ্যে বিশেষরূপে মাখাইয়া ফেলিতে পারেন, আবার যিনি খণ্ড অখণ্ডকে স্পর্শ করিয়া কিরূপে ইহা অখণ্ডে স্থিতিলাভ করে জানেন, তিনিই কর্ম্ম ও উপাসনা শেষে জ্ঞানলাভ করিয়া সোঽহং ভাবে স্থিতিলাভ করেন।

স্ত্রী—তোমার কার্য্য ত বুঝিলাম। আমার কার্য্য কি হইবে ?

স্বামী—মনের কার্য্য যেমন চুপ করা—করিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের মিলন চিন্তা করা, মিলন দেখা তোমার কার্য্যও তাই। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে মিলিলেই কি করে দেখ না ? এ লোকটি কথা কয় ভাল, কিন্তু গলা নাই ; উহাদের

বাড়িতে সদাই ঝকড়া বিবাদ ; উনি আবার সাধু, গেরুয়া কাপড় পরিলেই সাধু হওয়া গেল আর কি ; উহার বচনেই সব, কাজে কিছুই নাই—এইরূপ পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, ভিন্ন ৺কাশীধামেও প্রায় স্ত্রীলোকের অন্য কথা নাই—তুমি পরনিন্দা পরচর্চ্চা, বিষয়চিন্তা ছাড়।

স্ত্রী—ছাড়িতে চাই—তথাপি এসব কেন আসে ?

স্বামী—আচ্ছা সহজ উপায় তোমাকে বলি—কত আর বকিব বল। তুমি এক কর্ম্ম কর—এইগুলির যখন যেটিতে পার মনকে শান্ত করিয়া শ্রীহরির চরণতলে মস্তক রাখিয়া হরিনাম করিতে করিতে বিষয়ে ঘুমাইয়া পড়িতে চেষ্টা কর।

(১) সর্ব্ব কর্ম্ম শ্রীহরিতে অর্পণ অভ্যাস। লৌকিক আচারে ও ব্যবহারকালে।

(২) সর্ব্ব সঙ্কল্প শ্রীহরিতে অর্পণ অভ্যাস। একান্তে জপধ্যানকালে।

(৩) প্রাণায়াম অভ্যাস। কুম্ভক অভ্যাস।

(৪) প্রার্থনা, মানসপূজা, ধ্যান। অখণ্ড যাহাতে খণ্ডে পদার্পণ করেন সেই জন্য—অন্তরে হরিনাম লিখিয়া ডাকিতে ডাকিতে এই স্পর্শ করিলাম এই অপেক্ষায় শান্ত হইয়া থাকা। জপ প্রাণায়াম ইত্যাদি সময়েও

মনকে মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ শুনাইবে, ইচ্ছা হয় জ্যোতি বা জ্যোতির ভিতরে চরণ কমল চক্ষুকে দেখাইবে। এক কথায় সাধনা সময়ে চক্ষু ও কর্ণকে রূপে ও শব্দে একাগ্র করিতে পুনঃ পুনঃ যত্ন করিবে। ইহাই একাগ্রতা অভ্যাস।

(৫) শান্তভাবে মন থাকিতে থাকিতে যখন মন আবার কোন চিন্তা তুলে, তখন পরম শান্ত ভাবটি খণ্ডিত হইয়া যায়। এই সময়ে মনকে ধমকান, মনকে বৈরাগ্যের কথা কওয়া। কহিয়া পরে চিত্তে যাহা উঠে তাহাই পরমশান্ত শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া চিন্তাশূন্য হওয়া—পরিচ্ছিন্ন ও অপরিচ্ছিন্নের মিলন দেখিতে দেখিতে আনন্দে ঘুমাইয়া পড়া। এ ভিন্ন অন্য কোন বাসনা না রাখিয়া মৌলিস্থ কুম্ভপরিরক্ষণধীর্ন টীব—নটীর মত মাথায় ঘড়া রাখিয়া হাতে পায়ে ব্যবহারিক কার্য্য করা। এই কার্য্য দ্বারা তোমায় আমায় অনন্ত মিলন হইবে।

স্ত্রী—আমি প্রাণপণ করিব—অন্যের সমালোচনা ছাড়িয়া ভিতরের মিলন দেখিতে প্রাণান্ত করিব—তুমি সহায় হইও। নাম জপই আমার অবলম্বন। এই নামই আমার অখণ্ড নারায়ণ। এই নাম হৃদ্‌পদ্মে বা ভ্রূমধ্যে বা সহস্রারে লিখিয়া তাঁহাকেই যখন ডাকিব তখন মনে মনে শ্রীভগবান্ আসিতেছেন—আমি এই যেন তাঁহার চরণ স্পর্শ

করিলাম—এই ভাবনায় শান্ত হইয়া থাকিব। মনের মধ্যে অন্য চিন্তা উঠিলে—অন্য উৎপাত আসিলে—মনকে প্রথমে ধমকাইব। ধমকাইয়া পরে বৈরাগ্য চিন্তা করাইব। মন! বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু তুমি ভাবনা কর, বিচার করিয়া দেখ সে সমস্তে দোষ আছে কিনা? সমস্তই ক্ষণিক কিনা? স্ত্রী, পুত্র, সংসার, দেহ দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায় কিনা? ভোগ যাহা দেখাইতেছ সেই ভোগের পরিণাম কিরূপ তাপবিশিষ্ট? জীবন ধারণের জন্যও যাহা আহার করা যায় তাহাও রুচিপূর্ব্বক হইলে তাহাতেও বিচার রাখিব। আহার নিদ্রা আত্মদেবের ত নাই—আত্মদেবে যাহা নাই তাহা কি কখন ভাল হইতে পারে? দেহের অভ্যাসকে আত্মায় আরোপ করিয়া বিষম ভ্রম করিয়াছ—নতুবা আত্মদেব পরমশান্ত! এই ভাবে মনকে প্রথমে ধমকাইয়া, পরে বৈরাগ্য উপদেশ করিলে মন আবার শান্ত হইয়া যাইবে। ইহার পরেই আবার জপ অভ্যাস করিব জপ উচ্চারণে যে প্রাণবায়ুর স্পন্দন হইবে তাহা হৃদয় হইতে উঠিতেছে বা কণ্ঠ হইতে উঠিতেছে অনুভব করিয়া ঐ জপ-স্পন্দন মস্তিষ্কমধ্যে ত্রিকোণমণ্ডল পার হইয়া সেই শান্ত জ্যোতির দেশে গিয়া লয় হইতেছে—হইয়া দেখিতেছে অনন্ত-ঘন, শান্ত-চরণযুগল যেন তাহার উপরে স্থাপিত

হইল—প্রথম সমাগমে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সম্মুখবর্ত্তী বন-ভূমিতে শ্রীমহাবীর যখন নারয়ণকে প্রণাম করেন তখন যেমন তাঁহার শ্রীচরণ মহাবীরের মস্তকউপরে ধীরে ধীরে ন্যস্ত হইয়াছিল, সেইরূপে শ্রীপাদপদ্ম শীর্ষদেশ স্পর্শ করিতেছে ভাবনা করিরা শীতল শ্রীচরণস্পর্শ---আনন্দে জগৎপ্রপঞ্চ, দেহাদি এবং বিষয়কোলাহলে ঘুমাই। পড়িব —একান্তে এই সমাধি অভ্যাস করিব। আবার সৎ শাস্ত্র আলোচনা কালে সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাতে অর্পণ করিরা খণ্ড অখণ্ডের মিলন ব্যাপার কি তাহাই বুঝিব। প্রতিদিন জীব যে প্রকৃতি কর্ত্তৃক জাগ্রৎ হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তিতে যাইতেছে, প্রতিদিন প্রকৃতি জীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া একবার সেই সুখময়কে স্পার্শ করাইতেছে আমি শাস্ত্র সাহায্যে কিরূপে ইহা হইতেছে বুঝিতে চেষ্টা করিব—করিয়া ভাবনা বলে যখন জাগ্রত হইতে স্বপ্ন, স্বপ্ন হইতে সুষুপ্তি অবস্থা আনিতে পারিব তখন আমি জগৎপ্রপঞ্চে ঘুমাইয়া পড়িতে পারিব। তাঁহাকে লইয়া জাগ্রত হইব। তখন তিনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিবেন। একান্তে ইহাই অভ্যাস করিব, আবার লোকব্যবহারে ভিতরে জপ রাখিয়া সমস্ত কর্ম্ম জপকে সমর্পণ করিতে করিতে হাতে পায়ে কর্ম্ম করিব। সর্ব্বত্র তিনি আছেন—

সবই তুমি কেমন করিয়া—ইহার অনুসন্ধান অন্তরে রাখিয়া সর্ব্বকর্ম্ম তোমাতে অর্পণ করিয়া যাইব—আমি এই সাধনা করিব—এখন তুমি আমায় বল্ দিও—তুমি আমায় রক্ষা করিও।

স্বামী—আচ্ছা।

স্ত্রী—দেখ আর একটি কথা। প্রথম প্রথম যাহারা সাধনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাদের ত নানা প্রকার ক্লেশ আছেই। কিন্তু যাহারা বহুদিন সাধনা করিতেছে তাহাদেরও ত বিষাদ আছে। একভাবে ত সব দিন যায় না। আমিও ত অনেক রকম করিতেছি। আমার আর ত কোন বিষাদ উঠিবে না ?

স্বামী—বিষাদের কথা পরে শুনিব ও যাহাতে সাধক-জীবনের ভিত্তি স্বরূপ এই দ্বিতীয় প্রকারের বিষাদ, সকল অবসাদ দূর করিয়া পরমানন্দে স্থিতিতে উঠাইয়া দেয় তাহার কথা পরে আলোচনা করিব।